NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অন্ত্যজ শ্রেণীর কবিয়াল তারাশঙ্করের জীবনগাথা

গণনার ৭ দিন পর গাজোলে উদ্ধার ৩টি সিল করা ব্যালট বক্স ৬

কলকাতা ১৯ জুলাই ২০২৩ ২ শ্রাবণ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.7.2023, Vol.17, Issue No.39, 8 Pages, Price 3.00

চব্বিশে বিজেপি বিরোধী জোটের নতুন নাম ‘ইন্ডিয়া’

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: জল্পনা ছড়িয়েছিল পাটনার বৈঠকের পর থেকেই। বেঙ্গালুরুর বৈঠকের মাঝেই এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বার্তা এল বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক জোটের তরফে। আর বৈঠক শেষে ঘোষণা করা হল, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের বদলে এ বার নতুন একটি মঞ্চে সমবেত হতে চলেছে ২৬টি বিরোধী দল। মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে হবে সেই জোটের পরবর্তী বৈঠক।

বিরোধী জোটের নতুন নামও সামনে এসেছে মঙ্গলবার। ভারতের নামেই হয়েছে নয়া বিরোধী জোটের নাম;‘ইন্ডিয়া’ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়ান্স)। বৈঠক শেষ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নয়া জোটের নাম ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত, বৈঠক শেষের আগেই তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েনের একটি টুইটেই নাম বদলের ইঙ্গিত মিলেছিল। তিনি লিখেছিলেন, ‘চক্ দে! ইন্ডিয়া’।

তবে নাম বদল হলেও নয়া জোটে চেয়ারপার্সন বা আহ্বায়ক পদ আপাতত ঘোষণা করেননি খাড়গে। ইউপিএ চেয়ারপার্সন পদে ছিলেন সোনিয়া গান্ধি। তবে বিরোধী জোটের ১১ সদস্যের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন খাড়গে। তিনি জানান, মুম্বইয়ে জোটের পরবর্তী বৈঠকের আগেই চূড়ান্ত হবে কমিটির সদস্যদের নাম। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি-বিরোধী সমমনস্ক দলগুলি যাতে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি নিয়ে এগোতে পারে, তার জন্য বেঙ্গালুরুতে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। কংগ্রেস সভাপতি জানান, অভিন্ন কর্মসূচির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে একটি পৃথক কমিটি গঠন করা হতে পারে।

ইন্ডিয়াকে হারিয়ে দেখাক এনডিএ, বেঙ্গালুরু থেকে হুঙ্কার মমতার

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর লড়াই চূড়ান্ত পর্বে। মঙ্গলবার দিল্লিতে বৈঠক করল এনডিএ, একই দিনে বেঙ্গালুরুতে বৈঠক ছিল ২৬ দলের নয়া বিরোধী জোট ইন্ডিয়া (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়ান্স)। বিরোধী বৈঠক শেষে নিজের বক্তব্যে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ‘ইন্ডিয়া-কে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে বিজেপি? পারলে লড়ে দেখান।’ অভিযোগ করেন, ‘৩৫৫ ধারার ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি।’ অন্যতম জোটসঙ্গী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে ‘ফেভারিট’ বলেও সম্বোধন করেন মমতা। বিরোধী জোটের পরবর্তী বৈঠক মুম্বইয়ে। বেঙ্গালুরুর বৈঠক শেষে নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কেন্দ্রের শাসক শিবিরের সমালোচনা করেন মমতা। বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, ‘মোদি সরকারের একমাত্র কাজ হল সরকার কেনাবেচা।’ আরও বলেন,‘এনডিএ কি ইন্ডিয়া-কে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে? বিজেপি তুমি কি ভারতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে? আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালবাসি। আমরা দেশপ্রেমিক।’ মমতা অভিযোগ করেন, ‘৩৫৫ ধারার ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি।’ অন্যতম জোটসঙ্গী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে ‘ফেভারিট’ বলে তাঁর প্রশংসা করেন মমতা।

এনডিএ-র বৈঠক থেকেই ‘ইন্ডিয়া জোট’কে কটাক্ষ নরেন্দ্র মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে এনডিএ-র সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকছে বেঙ্গালুরুতে। বিরোধী জোটের নতুন নাম হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’। তখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে এনডিএ-এর শরিক দলগুলো বৈঠক করেছে নয়াদিল্লিতে। সেখান থেকে বিরোধী জোটকে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, ‘বিরোধীদের তো একটাই মন্ত্র; পরিবার এবং পরিবারের জন্য।’

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির আয়োজনে ৩৮টি রাজনৈতিক দল বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি টুইটে লেখেন, ‘ভীষণ আনন্দের বিষয় যে আজ সারা দেশ থেকে আমাদের এনডিএ শরিকরা এক সঙ্গে আলোচনায় বসছি।’ অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলোর বৈঠককে কটাক্ষ হেনে মোদি বলেছেন, ‘ওটা তো দুর্নীতি এবং পরিবারবাদের জোট।’ বেঙ্গালুরুতে ২৬টি বিরোধী দল যখন আগামী লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে ‘ইন্ডিয়া’ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়ান্স) ঘোষণা করেছে, তখন দিল্লির অশোক হোটেলে বৈঠকে বসেছিলেন মোদি, শাহ, নড্ডারা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আলোচনা সভায় তেলুগু দশম পার্টি (টিডিপি)-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে রাষ্ট্রীয় লোক জনতা দল, লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রতিনিধিরা বৈঠকে ছিলেন। অন্য দিকে, মুম্বই থেকে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

বৈঠকের আগে মোদি বলেন, ‘আমাদের জোট পরীক্ষিত জোট। দেশের উন্নতি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ।’ অন্য দিকে, বিরোধীদের দাবি, তাদের একজোট হতে দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই তড়িঘড়ি এই বৈঠক। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কটাক্ষ করেন, ‘এনডিএ যে ৩০টির বেশি দলকে নিয়ে বৈঠকে বসছে, তাদের অনেক দলের তো নামই শুনিনি আগে। আসলে মোদিজি বিরোধী জোট নিয়ে খুব ভয় পেয়েছেন।’

পঞ্চায়েতে অশান্তি নিয়ে তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যে বাম-কংগ্রেস বারবার হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ এনেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অথচ বেঙ্গালুরুতে সেই তৃণমূলের সঙ্গে একই মঞ্চে রয়েছে বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই জোটকেই বিঁধেছেন মোদি। তাঁর কথায়, বাংলায় একের পর এক বাম-কংগ্রেস কর্মী খুন হচ্ছেন। আর নিজেদের স্বার্থে সেসব নিয়ে চুপ দলের নেতারা। বরং নিজেদের বাঁচাতে বেঙ্গালুরুতে তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠক করছে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর এই বয়ানকে আমল দিতে রাজি নয় তৃণমূল। দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় বলছেন, মোদির কাছ থেকে বাংলার শান্তিশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও কথা শুনতে রাজি নই। মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি আন্দামানের বিমানবন্দর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বেঙ্গালুরুতে বিরোধী বৈঠককে নিশানা করেন তিনি। সরব হন বাংলায় পঞ্চায়েত হিংসা নিয়েও। মোদির কথায়, ‘কিছুদিন আগেই বাংলায় পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে। সেখানে প্রচুর হিংসার ঘটনা ঘটেছে। লাগাতার খুনখারাপি হচ্ছে। অথচ এনিয়ে ওঁরা (বাম-কংগ্রেস) চুপ। বাম, কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের বাঁচাতে, নিজেদের স্বার্থে ওখানে জড়ো হয়েছেন।’ তাঁর আরও কটাক্ষ, ‘নিজেদের স্বার্থে নিজের দলের কর্মীদের খুন হতে দিচ্ছে বাম-কংগ্রেসের নেতারা।’

‘নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় দেশের নাম ব্যবহার’

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: বেঙ্গালুরুর জোটমঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ২৬টি দলের বিরোধী জোটের নাম হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়ান্স। এই নামকরণ নিয়ে কটাক্ষ করল বিজেপি। এই বিষয়ে দলের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে বিজেপির দাবি, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় দেশের নাম ব্যবহার করছে বিরোধীরা। বিরোধী জোটের নাম নিয়ে বিজেপি টুইট করেছে, ‘যে ইন্ডিয়ার বদনাম করে বেড়ায় ওরা গোটা বিশ্বে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং পরিবারকে বাঁচাতে সেই নামের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এমনকী, সেই নামটাও ঠিক ভাবে নিতে পারছে না!’

প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির প্রতি কোনও মোহ নেই কংগ্রেসের: খাড়গে

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাই: গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নয় তারা। বিরোধী বৈঠকে এমনটাই জানিয়ে দিল কংগ্রেস। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ২৬টি বিরোধী দলের শীর্ষনেতাদের বৈঠকে এমনই দাবি করেন সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

এদিন তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আমি এম কে স্ট্যালিনের জন্মদিনেও একথা বলেছিলাম। আবারও বলছি, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত নয়। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল ক্ষমতা দখল নয়। দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়কে রক্ষা করাই লক্ষ্য।’

বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে তা মেনে নিয়ে খাড়গে বলেন, ‘এই পার্থক্যগুলি এত বড়ও নয় যে, মূল্যবৃদ্ধির কবলে পড়ে ভুগতে থাকা সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত কিংবা বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে থাকা তরুণ অথবা দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু যাদের নিঃশব্দে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের জন্য তা পরিত্যাগ করা যায় না।’

তাঁর আরও মন্তব্য, ‘বিজেপি ৩০৩টি আসন নিজেদের দক্ষতাতেই পায়নি। জোটসঙ্গীদের ভোটকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় এসে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। আজ বিজেপি সভাপতি ও তাঁর নেতারা রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরনো জোটসঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করতে।’

‘ইন্ডিয়া’ নামকরণের যুক্তি দিলেন রাহুল

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাই: বিরোধী জোটের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া। পুরো নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠক চলাকালীন জোটের নাম ‘ইন্ডিয়া’ রাখার জন্য প্রস্তাব দেন রাহুল গান্ধিই। জানা যাচ্ছে নামকরণের জন্য রাহুলের যুক্তি ছিল, বিজেপির বিরুদ্ধে গোটা দেশের জনগণ একসঙ্গে লড়বে। সেই কারণেই ইন্ডিয়া নাম দেওয়ার পক্ষে মত ছিল রাহুলের, সূত্র মারফত এমনই খবর। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকেও রাহুল গান্ধি জানান কেন ‘ইন্ডিয়া’ নামকরণ করা হয়েছে। তখনও তাঁর যুক্তি, এই লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের লড়াই নয়, গোটা দেশের লড়াই। বেঙ্গালুরুর বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘বিজেপির চিন্তাধারার বিরুদ্ধে এই লড়াই। তারা দেশের উপর আক্রমণ করছে। বেকারত্ব বাড়ছে। দেশের সম্পদ বাছাই করা লোকের হাতে চলে যাচ্ছে। আজ আলোচনার সময়ে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে, লড়াইটা আসলে কাদের মধ্যে? এটা বিজেপি বনাম বিরোধীদের লড়াই নয়। দেশের কণ্ঠস্বর রোধ করা হচ্ছে। এই লড়াই দেশের কণ্ঠস্বরের জন্য। সেই জন্য এই নাম বেছে নেওয়া হয়েছে। এই লড়াই এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া, নরেন্দ্র মোদি বনাম ইন্ডিয়া, তাদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার লড়াই।’

পঞ্চায়েত ভোটের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির চূড়ান্ত ফলাফল মঙ্গলবার ঘোষিত হয়েছে। জেলা পরিষদ এর ৯২৮ টি আসনের মধ্যে ১৬ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এর মধ্যে বীরভূম এবং কোচবিহারের ১ টি করে আসন রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার ৩ টি আসনে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৮টি আসনে, উত্তর দিনাজপুরের ৩ টি জেলা পরিষদ আসন শাসক দলের দখলে এসেছে। জেলা পরিষদের মোট ৯২৮ টি আসনের মধ্যে ৩১ টি জেলা পরিষদ আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। মেদিনীপুর জেলা পরিষদ ১৪ টি আসনে, মালদার ৪ টি আসনে, নদিয়ার জেলা পরিষদ-এর ৬ টি আসন বিজেপির দখলে এসেছে। বাঁকুড়ায় একটি, কোচবিহার দুটি, হুগলি জেলার ২ টি করে জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। পুরুলিয়া জেলার ২ টি জেলা পরিষদ আসন বিজেপির হাতে এসেছে।

পঞ্চায়েত সমিতির ৯৭৩০ টি আসনে মধ্যে ৭৮৫৫ টি আসন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এসেছে। বিজেপি পেয়েছে ১০৭৪ টি আসন। সিপিআইএম ১৯৫ টি আসনে জয়লাভ করেছে। ২৯৩ টি আসনে জয়লাভ করেছে কংগ্রেস। ১৫৫ টি পঞ্চায়েত সমিতি আসন নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। অন্যান্যদের দখলে গিয়েছে ১৫৪ টি পঞ্চায়েত সমিতি আসন।

ভোট বয়কট সত্ত্বেও রাজারহাটে ৯৫ শতাংশ ভোট!

ডিজি ও আইজিকে অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট বয়কট করেছিলেন ভোটাররা! সেই বুথে ভোটের হার ৯৫ শতাংশ। ভোটারদের একাংশের বয়কটের পরেও ভোটের হার এত বেশি কী করে? মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং আইজিকে বিষয়টি অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এ বিষয়ে রাজারহাটের বিডিওকে তলব করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিং। রাজারহাট এলাকার জাঙ্গা হাতিয়াড়া দু'নম্বর পঞ্চায়েতের আবদুল কালাম কলেজের একটি বুথের ঘটনা। মামলাকারীর দাবি, স্থানীয় কিছু বিষয় নিয়ে ভোটাররা ভোট বয়কট করেন। যাঁরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু ওই বুথেই দেখা যায় ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এ বিষয়ে রাজারহাটের বিডিওকে তলব করেছেন বিচারপতি সিং। তিনি জানিয়েছেন, এক জন পুলিশ আধিকারিককে নিয়োগ করে ঘটনার অনুসন্ধান করবেন ডিজি এবং আইজি। আগামী ৩ অগস্ট রাজ্যের ডিজি এবং আইজিকে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সাধারণত, কোনও বুথে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়লে সেখানে প্রিসাইডিং অফিসারের থেকে খোঁজ নেয় কমিশন। দেখা হয়, কেন এত ভোট পড়ল। প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পুনর্নির্বাচন হবে কি না। এই বুথের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল কি না, কমিশন সূত্রে জানা যায়নি।

বিজেপির মিছিলে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তির অভিযোগে বুধবার কলকাতায় মিছিল করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বিজেপি। তবে ঠিক আগের দিন সেই মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। এর পরে বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারি, পুলিশের অনুমতি না মিললেও মিছিল হবেই। শুক্রবার তৃণমূলের ‘শহিদ দিবস’ পালন। তার আগে বুধবার কলকাতায় বড় আকারে মিছিলের ডাক দিয়েছে বিজেপি। ঠিক ছিল কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হবে মিছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস ও গণনায় কারচুপির অভিযোগে এই মিছিলের সামনে থাকার কথা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশ যে অনুমতি না-ও দিতে পারে তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফেসবুক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মৃত্যু হল কলকাতার চিকিৎসকের। তাইল্যান্ডের এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে সোমবার রাতে প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় একটি বহুতলে গিয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। সেখানে মদ্যপান করেছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার সময় ওই চিকিৎসক দেখেন বহুতলের মূল দরজা তালাবন্ধ। তাই কেয়ারটেকারকে ফোন করেছিলেন ওই চিকিৎসক। কিন্তু কেয়ারটেকার সেই সময় ফোন ধরেননি বলে দাবি। তখন বহুতলের কার্নিশ বেয়ে নামতে যান তিনি, সেই সময়ই পাঁচ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই চিকিৎসকের, মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে পুলিশ। ঝুঁকি নিয়ে কেনই বা তিনি কার্নিশ বেয়ে নামতে গেলেন, এই নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ওই চিকিৎসকের নাম শুভঙ্কর চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি সল্টলেকে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

গ্রেপ্তার কৌস্তুভ রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কৌস্তুভ রায়। ইডি সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার আগে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। কৌস্তুভের বিরুদ্ধে এর আগেও অনেক বার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর অফিস এবং বাড়িতে কয়েক মাস আগেই হানা দিয়েছিল আয়কর দপ্তর। প্রায় দিন রাত এক করে তল্লাশি চালিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সে সময় কৌস্তুভের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয় বলে সূত্রের খবর। কিন্তু তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সোনিয়া-রাহুলের বিমানের জরুরি অবতরণ ভোপালে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: ভোপাল মধ্যপ্রদেশে রাজধানী ভোপালে জরুরি অবতরণ করল রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধির বিমান। বেঙ্গালুরুতে বিরোধী জোটের বৈঠক সেরে দিল্লিতে ফিরছিলেন তাঁরা। ভোপালের পুলিশ জানিয়েছে, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ দিল্লিগামী সেই বিমান ভোপাল বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে।

বেঙ্গালুরুতে দু'দিনব্যাপী চলে বিরোধী জোটের আলোচনা। তাতে যোগ দিয়েছিল কংগ্রেস সহ-২৬টি দল। মঙ্গলবার সেই বৈঠক শেষে চার্টার্ড বিমানে দিল্লি ফিরছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া এবং পুত্র রাহুল। পথে ভোপালে জরুরি অবতরণ করে তাঁদের বিমান। ভোপাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সোনিয়াদের বিমানের চালক জরুরি অবতরণের জন্য অনুমতি চান।

ভোপালের প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওজা জানান, জরুরি অবতরণের খবর পেয়ে বিমানবন্দরে গিয়ে রাহুল, সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। বিমানবন্দরে সোনিয়া এবং রাহুলের সঙ্গে দেখা করেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী পিসি শর্মা, বিধায়ক কুণাল চৌধরি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 13/07/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10824 নং এফিডেভিট বলে Sudhanshu Sekhar Jana S/o. Kanan Bihari Jana ও Sudhanshu Shekhar Jana S/o. K. B. Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 05/07/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10524 নং এফিডেভিট বলে আমি Asok Kumar Bera ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahadev Bera ও Mahadeb Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 26/06/23 S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে 64 নং এফিডেভিট বলে আমি Pampa Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debi Prasad Banerjee, Devi Prasad Banerjee ও Debiprosad Bandyopadhyay সাং ১৪/২৭ Vivekananda Road, Hooghly, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 14/07/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10855 নং এফিডেভিট বলে আমি Priyabrata Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Chandan Dutta ও C. K. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 13/07/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10829 নং এফিডেভিট বলে আমি ও আমার মাতা Tanumoy Dutta S/o. Tapati Datta এবং আমার ও আমার পিতা Tanumay Dutta S/o. B. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 18/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3651 নং এফিডেভিট বলে আমি Manjusree Datta (old name) W/o. Ajoy Datta at Tamlipara, Subhas Pally, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manjushri Datta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Manjusree Datta & Manjushri Datta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 26/06/23 S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে 63 নং এফিডেভিট বলে আমি Soumodip Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mohadev Das ও Mahadeb Das সাং ১৪/২৭ Vivekananda Road, Hooghly, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 14/07/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10851 নং এফিডেভিট বলে Gautam Chakraborty S/o. Shankar Chakraborty ও Goutam Chakraborty S/o. S. L. Chakraborty সাং ভান্ডারহাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 18/07/23 S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে 70 নং এফিডেভিট বলে আমি Ansar Sarkar S/o. Anahar Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Answar Sarkar ও Ansar Sarkar সাং Sunka, Jatarpur, Pawnan, Polba, Hooghly-712305, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমার পুত্র Saifuddin Sarkar.

CHANGE OF NAME

I, Madhu Sony, W/o – Kishan Lal Sony residing at 5/7 B.S.T.M. Road, BL-10, F-2D, Sahapur, S.O. Sahapur Kolkata-700038, West Bengal, do hereby declare vide affidavit No. 1253 before the Learned 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata dated 15.07.2023 that in my shares certificate issued by Asahi India Glass Ltd, my name is wrongly recorded as Madhusree Sony in place of Madhu Sony. My actual and correct name is Madhu Sony. Madhu Sony and Madhusree Sony is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালত

২০২২ সালের ৪২ নং ৩৯ আইনের মোকর্দ্দমা

শ্রীমতী স্বাগতা সরকার ওরফে স্বাগতা চ্যাটার্জ্জী ...দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে ঁসুচিত্রা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী- ঁশ্যামলাল চ্যাটার্জ্জী, এবং ঁশ্যামলাল চ্যাটার্জ্জী, পিতা- ঁকানাই লাল চ্যাটার্জ্জী, উভয়ের ঠিকানা ফ্লাট নং- ২এ, সোনাঝুড়ি আবাসন, রামমন্দির, পোঃ- চুঁচুড়া আর এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, উভয়ের ১০ নামিয় I.C.I.C.I. Bank, Chinsuran Branch, FD Account No.- (1) 246210000167 Rs- 5,00,000/- (2) 246210000168 Rs 5,00,000/- (3) 246210000169 Rs 5,00,000/- (4) 246210000170 Rs 5,00,000/- Plus interest thereupon. and I.C.I.C.I. Bank, Chinsuran Branch, Savings Account No.- 246201000643 Rs 5,55,662.86 as on 02/05/2022 গচ্ছিত রহিয়াছে। জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালতে ২০২২ সালের ৪২ নং ৩৯ আইনে তাহাদের কন্যা Smt. Swagata Sarkar @ Swagata Chatterjee, W/O- Subhrojit Sarkar, D/O- Late Shyamlal Chatterjee, of 6/3 B, Fern Road, Near Jagabandhu Institution, Ballygunge, P.O.-Ballygunge P.S.- Gariahat, Kolkata-700019. নিবাসী উক্ত গচ্ছিত টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত দরখাস্তটির একতরফা শুনানি হইবে।

প্রস্তুতকারক
মনজিৎ দত্ত
উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালত

২০২২ সালের ৩৯ নং ৩৯ আইনের মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারিনী - শ্রীমতী আভা পাল

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে স্বর্গীয় রাজীব পাল, পিতা-ঁরাধা রমণ পাল, সাং- ২১৪, জোড়াঘাট লেন (পুরাতন ২১ জোড়াঘাট লেন), পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১০১ নামিয় ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চুঁচুড়া শাখায় সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং-৪২৮৯১০১০০০০১১০৭ গচ্ছিত ১৭৯৩৪০.৭৬ টাকা তদুপরি সুদ, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক চুঁচুড়া শাখায় সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং ১৪২১০০০ ১০০০৮০২৩২ গচ্ছিত ২০৪৯৫৮.৩৩ টাকা তদুপরি সুদ, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চুঁচুড়া শাখায় আর. ডি. এ্যাকাউন্ট নং ৪২৮৯৪৪১১০০০৩২৫৬ গচ্ছিত ৯৩৯১২.০০ টাকা তদুপরি সুদ, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চুঁচুড়া শাখায় আর. ডি. এ্যাকাউন্ট নং ৪২৮৯৪৪১১০০০৩০০৭ গচ্ছিত ৩২১৩৯১.০০ টাকা তদুপরি সুদ, উক্ত টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালতে ২০২২ সালের ৩৯ নং ৩৯ আইনে তাহার মাতা শ্রীমতী আভা পাল স্বামী-ঁরাধা রমণ পাল, সাং- ২১৪, জোড়াঘাট লেন (পুরাতন ২১ জোড়াঘাট লেন), পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১০১ একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত দরখাস্তটির একতরফা শুনানি হইবে।

প্রস্তুতকারক
মনজিৎ দত্ত
উকিলবাবু

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী,

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে জুলাই । ২ রা শ্রাবন। তিথী দ্বিতিয়া। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রের বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ ১৯ শে জুলাই। বুধবার। এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন ।বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : আজ বুধবার নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর ,বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ ১৯শে জুলাই কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন ,তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন। পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ । আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা ।ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বুধবার সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন ,তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্লপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ ১৯ শে জুলাই, পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন , তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল ,কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে ।বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

(প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মিছিলে 'না' কলকাতা পুলিশের, বিজেপির হুঁশিয়ারি মিছিল হবেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তির অভিযোগে বুধবার কলকাতায় মিছিল করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বিজেপি। তবে ঠিক আগের দিন সেই মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। এদিকে বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারি,পুলিশের অনুমতি না মিললেও মিছিল হবেই।

শুক্রবার তৃণমূলের 'শহিদ দিবস' পালনের আগে বুধবার কলকাতায় বড় আকারে মিছিলের ডাক দিয়েছে বিজেপি। ঠিক ছিল কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হবে মিছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস ও গণনায় কারচুপির অভিযোগে এই মিছিলের সামনে থাকার কথা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশের তরফ থেকে অনুমতি নাও মিলতে পারে তা আগেই অনুমান করেছিলেন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ, ধর্মতলায় ইতিমধ্যেই তৃণমূলের মঞ্চ বাঁধার কাজ চলছে। আর বিজেপির মিছিল শেষ হওয়ার কথা সেই ধর্মতলা চত্বরেই। অনুমতি না দেওয়া নিয়ে দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন,'পুলিশ অনুমতি দেবে এমন আশা আমাদের যে খুব ছিল তা বলা যাবে না। কারণ, আমরা জানি সবচেয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ দল তৃণমূল। ভোট লুট, গণনায় কারচুপির পরে বিরোধী কণ্ঠস্বর বন্ধ করতে চাইছে। তবে আমাদের মিছিল হবেই।'এদিকে এই মিছিল ১৯ তারিখের পরে করার উপায়ও নেই বিজেপির। ওই দিনের মিছিলে দলের দক্ষিণবঙ্গের সব সাংসদ ও বিধায়ককে হাজির হতে বলা হয়েছে। আবার পরের দিন বৃহস্পতিবার থেকেই সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু। ফলে ওই রাতেই বা পরের দিন সাংসদদের দিল্লি চলে যেতে হবে।

তৈরি হচ্ছে উড়ালপুল, হাওড়া-বর্ধমান লাইনে ব্যাহত হবে ট্রেন চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যান্ডেল-শক্তিগড় শাখার আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের উপর উড়ালপুল নির্মাণ করছে রেল। সেই কারণে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ব্যাহত হবে ট্রেন চলাচল। ২০ জুলাই থেকে ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত ওই দুই স্টেশনের মাঝখানে থাকা লেভেল ক্রসিংগুলো খোলা থাকবে। তারই ফলে এই এক মাসেরও বেশি সময়ে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন ও কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হবে। দূরপাল্লার কোনও কোনও ট্রেনকে বিকল্প পথে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশিকিছু দূরপাল্লার ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে।

তবে পূর্ব রেল সূত্রে এটাও জানানো হয়েছে,নির্দিষ্ট কোনও লোকাল ট্রেন টানা বাতিল করা হবে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন ট্রেন নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য বাতিল করা হবে। কোন ট্রেন কবে কোন সময়ে বাতিল থাকবে, তা আগাম বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেবে রেল। আপাতত পরিকল্পনা নেওযা হয়েছে, ২০ জুলাই থেকে ৬ অগাস্ট পর্যন্ত হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস বাতিল করা হতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন থেকে রাত ১১টা ২০ মিনিটের বদলে রাত পৌনে ১২টায় ছাড়বে। ট্রেনটি হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন দিয়ে যাতায়াত করবে। ওই সময়ে শিয়ালদহ-মালদা গৌড় এক্সপ্রেস নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রুট দিয়ে যাবে। একই সময়ে মোকামা-হাওড়া এক্সপ্রেস হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন দিয়ে চলবে। এছাড়াও, আজমগড়-কলকাতা এক্সপ্রেস, রক্সৌল-হাওড়া মিথিলা এক্সপ্রেস, বালিয়া-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস-সহ বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের গতি কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে।

দ্বিতীয় দফায় পরিবেশ বান্ধব বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ শুরু হবে মহেশতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বাজি নির্মাতাদের হাতে কলমে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৬ থেকে ৩০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে পরিবেশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। জাতীয় পরিবেশ প্রকৌশল এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান - নিরির বিশেষজ্ঞরা বাজি উৎপাদকদের এই দূষণমুক্ত বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেবেন। বিভিন্ন জেলার ২০০ বাজি নির্মাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা ওই শিবিরে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের হাতেকলমে দূষণ সৃষ্টিকারী বেরিয়াম নাইট্রেট মুক্ত ফুলঝুরি, তুবড়ি, রঙমশাল ইত্যাদি বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর আগে গত বছর ডিসেম্বর মাসে ওই জেলারই বজবজে একই ধরণের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনার শতাধিক বাজি উৎপাদক সংস্থার প্রতিনিধি ওই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন। নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরিতে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের গোলঘর শাখার উদ্যোগে মঙ্গলবার কাঁকিনাড়ার সুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়। স্কুলের সামনে এবং স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এদিন চারাগাছ রোপণ করা হয়। পাশাপাশি সবুজায়নের লক্ষে চারাগাছ বিলি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে বিভূতি ভূষন রায় জানান, কাঁকিনাড়ার সুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান মঞ্চের যৌথ প্রয়াসে এদিন বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য, কাঁকিনাড়া অঞ্চল জুড়ে একহাজার চারাগাছ রোপণ করা। অন্য দিকে অরণ্য সপ্তাহ

উদযাপন উপলক্ষে এদিন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নিউ বারাকপুর থানার উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণ থেকে মাসুন্দা গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়াদের ও শিক্ষিকাদের বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ বিতরণ করা হয়। পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আম,জাম, লিচু, পেয়ারা, সবেদা, আতা-সহ ২৫ টি নানাবিধ ফলের গাছ।

ন্যাশানাল এডুকেশন পলিসির ৪ বছরের প্রোগাম ঘোষণা করা নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অংশ নেন বিদ্যা মন্দির সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারল পদে থাকা মেজর জেনারেল ভি এন চতুর্বেদীএবং জেডি বিড়লা ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল ড. দীপালি সিংহি।

বেহাল দশা পানিহাটির কৃষ্ণপুর রোডের, উদাসীন পুরসভা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা পানিহাটি পুরসভার ২১ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী কৃষ্ণপুর রোডের। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার ওপর থেকে উঠে গেছে পিচের প্রলেপ। সেইসঙ্গে রাস্তার মাঝে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট-বড় গর্ত। ঠিক যেন ধান রোপণের উৎকৃষ্ট জলাশয়। অভিযোগ, তবুও কোনও হেলদোল নেই পুর কর্তৃপক্ষের। রাস্তার এই বেহাল দশার কারনে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ পাল ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, গত পাঁচ বছর ধরে এই রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তাটি খান্দাখন্দে ভরা। রাস্তার খারাপের দরুন প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রায়শই বয়স্ক মানুষজন হোঁচট খেয়ে রাস্তায় উল্টে পড়ছেন। তার অভিযোগ, ভারী বর্ষণ হলে রাস্তার গর্তগুলো জলে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন সাইকেল থেকে শুরু করে বাইক, অটো, টোটো সবই উল্টে যায়। এক অটো চালক তাপস রায় বলেন, পেটের তাগিদে ঝুঁকি নিয়েই এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। রাস্তার মাঝে গর্ত থাকায় মাঝে-মধ্যেই গাড়ি বিকল হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার বেহাল দশা স্বীকার করে নিয়ে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর টুলুরানি দাস বলেন, 'রাস্তাটি যাতে তড়িঘড়ি সংস্কার করা যায়, তার চেষ্টা চলছে। টেন্ডার হওয়ার পর রাস্তার ওয়ার্ক অর্ডারও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পেমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কাজে হাত দেবেন না।' টুলুরানি বলেন, রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধানকেও বলা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের আক্ষেপ, রাস্তার হাল খারাপের দরুন তিনিও একবার বাইক থেকে পড়ে গিয়েছেন। তবে স্থানীয় মানুষজন থেকে শুরু করে কৃষ্ণপুর রোডের অটো কিংবা টোটো চালকেরা সবাই চাইছেন, অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা হোক।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ জুলাই ২ শ্রাবণ, ১৪৩০, বুধবার

চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু, বহুতলের নীচ থেকে উদ্ধার হল রক্তাক্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের বুকে এক চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু। প্রগতি ময়দান এলাকায় বহুতলের নীচে থেকে উদ্ধার হল চিকিৎসক শুভঙ্কর চক্রবর্তীর মৃতদেহ। জানা গিয়েছে, ওই বহুতলেই থাকেন চিকিৎসকের বান্ধবী। তিনি তাইল্যান্ডের বাসিন্দা।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রগতি ময়দান থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মৃত চিকিৎসকের বান্ধবী। এটা আত্মহত্যা না অন্য কিছু, সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সোমবার মাঝরাতে বহুতলের পাঁচ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে বহুতলের নিরাপত্তারক্ষীরা ডাক্তারবাবুর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সোমবার মাঝরাতে ওই বহুতল থেকে পড়ে গিয়েছেন শুভঙ্কর। কিন্তু সেটা কীভাবে, তা নিয়ে সন্দিহান তদন্তকারীরাও। আদৌ পড়ে গিয়েছেন,নাকি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে,তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

জানা গিয়েছে, শুভঙ্কর পেশায় পেডিয়াট্রিক চিকিৎসক। বিদেশি বান্ধবীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ওই চিকিৎসক সামাজিক মাধ্যমেও বেশ সক্রিয়। তাই এই মৃত্যুর পিছনে চিকিৎসকের কোনও মানসিক অবসাদ কাজ করছিল কিনা, আদৌ ঘটনার সময়ে ওই বান্ধবী ফ্ল্যাটে ছিলেন কি না,এই সব তদন্ত করে দেখার ব্যাপার রয়েছে বলেই জানানো হয় প্রগতি ময়দান থানার তরফ থেকে।

এরপরই তদন্তে নেমে জানা যায়, সোমবার রাত ১০টা নাগাদ ওই বহুতলে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন চিকিৎসক। ওই বান্ধবীর বাড়িতে মদ্যপান করেন শুভঙ্কর। সেই সময় বাড়ি থেকে কয়েক বার ফোন পান চিকিৎসক। তার পরই

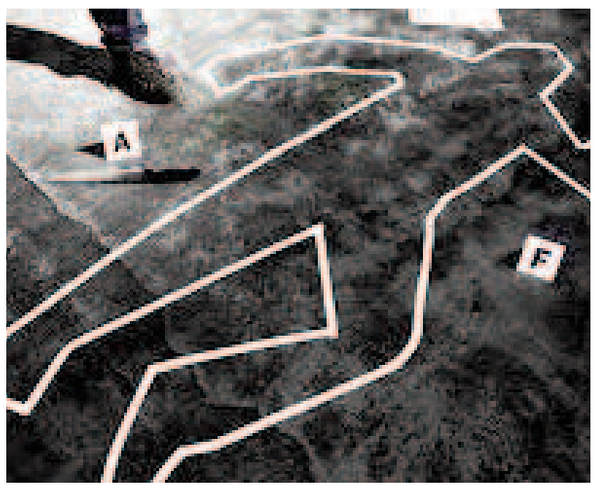

বাড়ি ফিরবেন বলে মনস্থির করেন ওই চিকিৎসক। এরপর বাড়ি ফেরার সময় ওই চিকিৎসক দেখেন বহুতলের মূল দরজা তালাবন্ধ। তিনি ওপর থেকে কোনও কারণে নীচে নামতে গিয়েছিলেন কি না, খতিয়ে দেখতে পুলিশ।

বহুতলে কেয়ারটেকার হিসেবে থাকেন এক দম্পতি। সেই দম্পতির মা জানান,'আমার মেয়ে-জামাই থাকে এখানে। মেয়ের কাছ থেকেই খবর পাই যে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা কেয়ারটেকার হিসাবে থাকি। চিকিৎসক এবং তাঁর বান্ধবী, দু'জনেই থাকেন এখানে। ওই চিকিৎসকের বাড়ি সল্টলেকে। আমরা ওঁদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জানতাম। মাঝেমাঝে আসতেন এখানে। আজ জানতে পারলাম যে,ওই চিকিৎসকের স্ত্রী,সন্তান সল্টলেকের বাড়িতে থাকেন।'

প্রগতি ময়দান পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, ফেসবুকে তাইল্যান্ডের মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওই চিকিৎসকের। সেই আলাপ বন্ধুত্বে গড়ায়। গত ২৩ মে নেপাল ঘুরে ভারতে আসেন তাঁরা। বহুতলে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকছিলেন বান্ধবী। কিছুদিন আগেই বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনা ছাউনির ম্যান্ডেলা হাউস আবাসনে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর সঙ্গী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার কৌস্তভ রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ব্যবসায়ী কৌস্তভ রায়কে গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, সোমবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কৌস্তভ রায়ের বিরুদ্ধে পিনকন আর্থিক দুর্নীতি মামলা সহ একাধিক অভিযোগ ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই আয়কর দপ্তরের পাশাপাশি এই কেন্দ্রীয় সংস্থাও এই মামলাগুলির তদন্ত করছিল। মূল মামলাটি ছাড়াও কৌস্তভ রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও অ্যাড কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত কৌস্তভ। একমাস আগেই তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায় আয়কর দপ্তর। সোমবার সকালে তাঁকে তলব করে ইডি। বিকেল চারটে নাগাদ ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। এরপর দপ্তরেই তাঁকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপরই ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন ব্যবসায়ী কৌস্তভ রায়।

কৌস্তভের বিরুদ্ধে এর আগে একাধিকবার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় তাঁর অফিস এবং বাড়িতে কয়েক মাস আগেই হানা দিয়েছিল আয়কর দপ্তর। তল্লাশিতে কৌস্তভের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছিল বলে ইডি সূত্রে খবর। সোমবার ফের ইডি তলব করেছিল কৌস্তভকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থাকে চিঠি দিয়ে তিনি জানান, সকালে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিকেলে ইডির সঙ্গে দেখা করার সময় হবে বলেও জানিয়ে দেন কৌস্তভ। এরপর ইডি তাঁকে বিকেল ৪টেয় হাজিরা দিতে বলেছিল। সোমবার বিকেলেই ইডি দপ্তরে যান কৌস্তভ। সূত্রের খবর, কৌস্তভের আনা নথিতে অসঙ্গতি ছিল। তাই গ্রেপ্তার করা হয় কৌস্তভকে।

কৌস্তভ একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের কর্তা। বিরোধীদের দাবি, তিনি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন সময় তাঁকে শাসকদলের নেতানেত্রীদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। প্রকাশ্যে না থাকলেও দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে পরোক্ষ ভাবে সর্বদাই যুক্ত থাকতেন কৌস্তভ। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ মামলায় যখন প্রথম কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রথমবার তলব করা হয়েছিল, তখন পার্থের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল কৌস্তভকে।

মঙ্গলবার গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ খোলেন কৌস্তভ নিজেই। এদিন তাঁকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে যাওয়ার পথে সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি টাকা নিয়েছেন কিনা অথবা তাঁর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে করা হলে কৌস্তভ জানান, 'আমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। আমি পিনকনের বিজ্ঞাপন চালিয়েছিলাম টেলিভিশন চ্যানেলে। অন্য বেশ কিছু চ্যানেলও চালিয়েছে। সেই সংক্রান্ত সব কাগজ দেখিয়েছি। কোনও ভুলভাবে আমি টাকা নিইনি। এর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগ নেই।'একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির নামে আমি কেন টাকা নিতে যাব। সবার সঙ্গেই সবার যোগাযোগ থাকে। আমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। পিনকনের বিজ্ঞাপন নেওয়ার জন্যই আমাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

কমিশনের ভিত্তিতে দুর্নীতি! কাঠগড়ায় আরজি করের অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের অন্যতম নামী সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভূরি ভূরি অভিযোগ। চিকিৎসা সরঞ্জাম, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ, হাসপাতালের পরিকাঠামো,ক্যান্টিন, সুলভ শৌচালয়,বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার বরাত-সহ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই দুর্নীতিতে আরজি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের দিকে আঙুল তুলেছেন ওই হাসপাতালেরই প্রাক্তন নন মেডিক্যাল ডেপুটি সুপার আখতার আলি। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগকে কেন্দ্র করেই তোলপাড় স্বাস্থ্যক্ষেত্র।

আরজি করের প্রাক্তন নন মেডিক্যাল ডেপুটি সুপার আখতার আলির অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্কুল ল্যাব নির্মাণে খরচ হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। সেটাই আরজি করে দেখানো হয়েছে ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এর পাশাপাশি মধ্যরাতে সাফাই কাজে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। হাসপাতালের সব কাজেই ৩ সংস্থাকে ১৫-২০ শতাংশ কমিশনে বরাত দেওয়ার

অভিযোগও উঠেছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনইএলএস ল্যাবের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, গরমিল রয়েছে ভিআরডিএল ল্যাবের সামগ্রী কেনাতেও। এই প্রকল্পে ল্যাব টেকনিশিয়ান নিয়োগেও বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এখানেই শেষ নয়, ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার মেডিক্যাল সামগ্রী সাড়ে চার লক্ষ টাকা দরে কেনার অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন নন মেডিক্যাল ডেপুটি সুপার আখতার আলি দাবি করেন, সুমন হাজরা,বিপ্লব সিংহ,আফসার খানরাই টেন্ডার পেত। এখানে থাকত কমিশন। অন্য কোনও ভেন্ডারকে পাত্তাই দেওয়া হত না। যেহেতু প্রথমেই বলা হত, ২০ শতাংশ দিতে হবে,ভেন্ডাররা পালিয়ে যেত।

তবে যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, সেই অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের কাছ থেকে সমস্ত অভিযোগের সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

গত জুন মাসের আরজি করে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসার পর অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বদলির নির্দেশিকা জারিও হয়। তবে তা আবার দু'দিনের মধ্যে স্থগিতও হয়ে যায়। আখতার আলির দাবি, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের দিস্তা দিস্তা নথি স্বাস্থ্য ভবনে দাখিল করেও লাভ হয়নি।

'আক্রান্ত' মহিলাদের সঙ্গে কথা বলল বিজেপির মহিলা টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি বাংলায় পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী অশান্তি খতিয়ে দেখে গিয়েছিল। বিজেপি শিবির সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিজেপির পাঁচ মহিলা সাংসদ তৃণমূলের হাতে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ সেই সমস্ত মহিলা সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন।

এর আগে রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে সম্প্রতি বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তির ঘটনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গা পরিদর্শন করে। এবার মহিলা সাংসদদের নিয়ে গঠিত কমিটিও এল বঙ্গ সফরে। এই দুই কমিটিই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে দলের পাঁচ মহিলা সাংসদদের নিয়ে তৈরি হয়েছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। মঙ্গলবার দেগঙ্গা সহ বারুইপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে 'সেফ হাউসে' আশ্রিতদের সঙ্গেও দেখা করেন। পাশাপাশি এদিনই বিজেপির রাজ্য সদর দফতর মুরলীধর সেন লাগোয়া মাহেশ্বরী ভবনেও পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তির ঘটনায় আক্রান্তদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন কমিটির সাংসদ সদস্যরা।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা। সবুজের বন্ধন বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ক্ষুদে পড়ুয়াদের। ছবি: অদিতি সাহা

প্রাচীন হেয়ার স্কুল পরিণত হয়েছে জঞ্জালের স্তূপে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুলের বারান্দায় বহু দিন ধরেই পড়ে আছে কাগজের টুকরো, প্লাস্টিক, আবর্জনা। এদিকে শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চের নীচে ডাঁই হয়ে রয়েছে জঞ্জালের স্তূপ। শৌচাগারের এমন অবস্থা যে পড়ুয়ারা ঢুকতেই পারে না। এই মুহূর্তে এটাই নজরে আসবে শতাধীপ্রাচীন হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে পা রাখলে। আর এই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে এবার হস্তক্ষেপ করতে হল খাস জেলা শিক্ষা দপ্তরকে। দপ্তর সূত্রে খবর, স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনে দু'জন অস্থায়ী সাফাইকর্মী নিয়োগ করে দ্রুত জঞ্জাল পরিষ্কার করতেও বলা হয়েছে।

এদিকে হেয়ার স্কুলের এই হতশ্রী চেহারা দেখে অভিভাবকদের প্রশ্ন, 'ঐতিহ্যশালী সরকারি স্কুলটির এমন দশা হবে কেন?' এই প্রসঙ্গে কলকাতা জেলা শিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা জানান,'ওই স্কুলের তিন জন অস্থায়ী সাফাইকর্মীর মধ্যে দু'জন নেই।' প্রশ্ন, তাহলে কেন স্কুল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে অস্থায়ী সাফাইকর্মী রাখেনি তা নিয়েই। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত ভট্টাচার্য জানান, 'যে একজন মাত্র সাফাইকর্মী রয়েছেন। তিনিও অনিয়মিত। পূর্ত দপ্তরের সাফাইকর্মী কাজ করা বন্ধ করেছেন। পাঁচ নম্বর বরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে এক জন সাফাইকর্মীকে আনা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকেও কিছু সাহায্য পাচ্ছি। স্কুল পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে।' যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌগত বসু যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে রাজ্যের ৩৯টি সরকারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর একাধিক শূন্য পদ রয়েছে। আর এখানেই তাঁর পরামর্শ,'অস্থায়ী সাফাইকর্মী নিয়োগ করে এর সমাধান হবে না। নতুন নিয়োগ চাই।'

ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরমও কমছে না কিছুতেই। এর মধ্যে জোড়া দুর্যোগের ছায়া। মৌসম ভবন ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাইক্লোনিক সার্কুলেশন আরও ঘনীভূত হবে। তবে ঠিক কবে দুর্যোগের মেঘ ঘনাবে তা এখনও স্পষ্ট করেনি হাওয়া অফিস। তবে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তাপমাত্রা খানিক বাড়তে পারে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। বৃষ্টি কমবে পাহাড়েও।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া-সহ একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে সবার নজর এখন একুশে জুলাইয়ের দিকে। শুক্রবারেও খুব একটা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। আংশিক মেঘলা আকাশ রাজ্যের সর্বত্রই থাকবে, এমনটাই জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশকুমার দাস। এদিকে কলকাতাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কয়েক পশলা। দিনের বেশিরভাগ সময় আংশিক মেঘলা আকাশ ও স্বাভাবিক পরিবেশ থাকলেও কয়েকটি স্পেলে বৃষ্টি হতে পারে। ১৫ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার স্পেলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে

তৈরি হয়েছে যে ঘূর্ণাবর্ত তা আগামী ৪৮ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং তার অভিমুখ থাকবে ওড়িশার দিকে। এর প্রভাবেই জলীয় বাষ্প ঢুকবে সাগর থেকে এবং বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে, একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সেটি ওড়িশার অভিমুখে রয়েছে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হবে। অন্যদিকে মৌসুমী অক্ষরেখা অম্বিকাপুর চাঁদবালি হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার জেরেই প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে ওড়িশার দিকে। ওড়িশা, ছত্তিশগঢ় এবং তেলেঙ্গানাতে বৃষ্টি বেশি হবে। খুব বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। আগামী ৪-৫ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় 'পাসিং শাওয়ার'-এর মতো বৃষ্টি হতে পারে।

পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে এবারের রাজ্যে বৃষ্টির ঘাটতির পরিসংখ্যানও। সমগ্র রাজ্যের হিসেবে ১৩ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ৩৬ শতাংশ ঘাটতি। কলকাতায় ৪৭ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে বৃষ্টির। সামগ্রিকভাবে দুর্বল মৌসুমী বায়ুর জন্য বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। আগামী কয়েকদিনও সেই ঘাটতি মেটার সম্ভাবনা কম।

ছাপ্পা ভোটের জেরে হার তৃণমূল প্রার্থীর! মামলা দায়ের আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাপ্পা ভোটের জেরে হার হয়েছে শাসকদলের প্রার্থীর। এমনই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল প্রার্থী হাবিবুর রহমান। সূত্রের খবর, মালদার শ্রীপুর ১ নাম্বার পঞ্চায়েতে হেরে গিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী হাবিবুর রহমান। ৭৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেসের মহম্মদ মেহতাব শেখ। অভিযোগ, ভোটার স্লিপ অনুযায়ী ভোটের দিন অর্থাৎ ৮ জুন ওই বুথে ১০০১ টা ভোট পড়েছে।

এদিকে ব্যালট বক্স খোলার পর ব্যালট খুলে হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল মোট ৬২ টি ভোট বেশি পড়ছে। এর মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৫৪৭টি ভোট। তৃণমূল পেয়েছে ৪৫৬টি ভোট। সিপিএমের ঝুলিতে ৮টি ভোট এবং নির্দলরা পেয়েছেন দুটি ভোট। অর্থাৎ মোট ১০১২টি ভোট।

এদিকে বাতিল হয়েছে আরও ৫০টি ভোট। অতএব মোট ৬২টি ভোট বাড়তি। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আদালতে মামলা দায়ের করার। এরপরই মঙ্গলবার তৃণমূল প্রার্থীর আইনজীবী প্রিয়া নন্দী প্রশ্ন তোলেন, 'কী করে একটা এত বেশি ভোট হয়! একটা ভোটও বেশি হলে সেটা বেআইনি।' ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের মামলা। বুধবার মামলার শুনানি।

উল্লেখ্য, মালদা জেলা জুড়ে রয়েছে ১৫ টি ব্লক। জেলার ১৪৬ টা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ৩১৮৬ আসন, ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪৩৬ টি আসন ও মালদা জেলা পরিষদে আসন সংখ্যা ৪৩ টি। জেলার সিংহভাগ আসনেই জয়ী তৃণমূল। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি। কয়েকটি বুথে জয়ী কংগ্রেসও।

বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাবিপূরণে বিকাশ ভবনের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন এসএলএসটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির চাকরি প্রার্থীরা। যদিও পরে পুলিশ এসে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর পুলিশের হস্তক্ষেপে তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন জমা দিতে যান। আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপার নিউমেরারি পোস্টে মেধা তালিকার সকলের নিয়োগ প্রদানের দাবি জানিয়ে এসএলএসটি-র নবম থেকে দ্বাদশ চাকরি প্রার্থীদের বিকাশ ভবনের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

এদিন বিক্ষোভকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়, 'আমরা এসএলএসটি-র নবম থেকে দ্বাদশ চাকরিপ্রার্থীরা গত ৮৫০ দিনেরও বেশি গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধরনা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছি। সরকার বারে বারে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিক্ষামন্ত্রীও বৈঠক করেছেন। কিন্তু বারে বারে আমাদের শুধুই প্রতিশ্রুতি-ই দিচ্ছেন সবাই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতির নামে প্রতারণা চলছে এবার। সরকার সদিচ্ছা দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়োগের জন্য যে ছাড়পত্র দরকার সেটা সরকার করাচ্ছে না বা সদিচ্ছা দেখাচ্ছেন না।' আর এখানেই তাঁদের দাবি, যে সুপার নিউমেরারি পোস্টে দ্রুত আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ছাড়পত্র এনে তাঁদের এই পোস্টে নিয়োগ দিন। এই দাবি নিয়ে তাঁদের আজকের এই বিক্ষোভ বলে জানান আন্দোলনকারীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও এসএলএসটি-র চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

শেষ কথা কিন্তু বলে জনগণই

পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে হারানোর জন্য বিরোধীরা 'সাগরদিঘি মডেল'কে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। সাগরদিঘি মডেল মানে 'রামধনু জোট'। বহু জায়গায় সেই জোট হয়েছে এবং সাফল্যও পেয়েছে। কিন্তু 'সাগরদিঘি মডেল' মুখ থুবড়ে পড়েছে সাগরদিঘিতেই। এই ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১১টি। তারমধ্যে ১০টিতে তৃণমূলকে জিতিয়ে এলাকার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, সাগরদিঘির আস্থা মমতাতেই। গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ার বলরামপুর বাদে জঙ্গলমহলের সব আসন পেয়েছিল তৃণমূল। তাই এবার জঙ্গলমহলে থাবা বসানোর জন্য কুড়মিদের সামনে রেখে সাজানো হয়েছিল নতুন গেমপ্ল্যান। 'আদিবাসী কার্ড' খেলে কুড়মিদের পাশে টানার চেষ্টা করেছিল বিরোধীরা। সেই কাজে কিছুটা সফলও হয়েছিল। কুড়মিদের একটা অংশ সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার ডাক দিয়েছিল। বহু জনপ্রতিনিধি ও নেতাকে দল ছাড়তে বাধ্য করেছিল। তবে, ভোটের ফলে প্রমাণ হয়েছে, সেই ডাকে সাড়া দেয়নি কুড়মিদের একটা বড় অংশ। তাঁরা সামাজিক সংগঠনের নেতাদের নির্দেশের চেয়ে জীবনজীবিকাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলায় ভোটে তেমন কোনও অশান্তির খবর ছিল না। বিরোধীরা অভিযোগও করেনি। এই সমস্ত এলাকার অধিকাংশ বিধায়ক এবং সাংসদ বিজেপির। তা সত্ত্বেও প্রতিটি জেলাতেই শাসক দল বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। বিরোধীদের চিৎকার থামিয়ে দিতে পারে দিলীপ ঘোষের একটা ইন্টারভিউ। তখন তিনি বঙ্গ বিজেপির মুখ। দলের রাজ্য সভাপতি। দিলীপবাবু বলেছিলেন, 'যে মানুষের সঙ্গে থাকবে, মানুষের কথা বলবে সে রাজনীতিতে থাকবে। অনেকে অনেক কিছু করেছেন। তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মানুষ তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটাই রাজনীতি। সাময়িক অস্বস্তি হতে পারে, অশান্তি হতে পারে। মনান্তরও হতে পারে। কিন্তু দিনের শেষে এটাই শেষ কথা যেটা পাবলিক বলবে।' পঞ্চায়েত ভোটের পর তাঁর এই কথাগুলো ফের ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কুৎসা, অপপ্রচারে মানুষ হয়তো সাময়িক প্রভাবিত হয়। কিন্তু ভোট দেওয়ার আগে অভিজ্ঞতার আতস কাচে ভালো-মন্দ যাচাই করে নেয়। তাতেই বুঝে যায়, কে জিতলে তাদের লাভ। তার ভিত্তিতেই নেয় সিদ্ধান্ত। সেই কারণেই বাজারে, পথেঘাটে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার সঙ্গে ভোটের ফলাফলের কোনও মিল পাওয়া যায় না। শেষ কথা বলে জনগণই। দিলীপবাবুর ভাষায়, 'পাবলিক'।

জন্মদিন

আজকের দিন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

১৮৯৯ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রজার বিনির জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও ভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের জন্মদিন।*

অন্ত্যজ শ্রেণীর কবিয়াল তারাশঙ্করের জীবনগাথা

এস ডি সুব্রত

তারা মায়ের দয়ায় জাত হয়েছিলেন বলেই তার নাম রাখা হয় তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর ছোটবেলায় মাদুলি, তাবিচ, কবচ এবং বহু সংস্কারের গন্ডিতে বড় হয়ে ওঠেন। আসলে সততা, ধর্মভাব, ভক্তি ও ধর্মশাস্ত্রীয় বিশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। যদিও পরবর্তী জীবনে এ সব বিশ্বাস নিয়ে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা তার মনকে আলোড়িত করেছে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিক হয়েও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় সে যুগে ব্যতিক্রমধর্মী অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ৫৭টি। সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ মনে করেন 'কবি' এসব উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু। এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। একজন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। যার নাম নিতাই।

চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল। নজির অবশ্য আছে বটে,;দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। রামায়নের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে, তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডামেবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না , সে বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় নজির নাই। এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল। অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল;নেতাইচরণ তাক লাগিয়ে দিলে রে বাবা! নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী;অথবা গৌর ডামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাঁচ বৎসর কালাপানি' অর্থাৎ আন্দোমানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। নিতাইয়ের মাতামহ;গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে। নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইবাড়ীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে। ইহাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিশ;রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বিশেষভাবে বীরভূম-র্বধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, ডোম, বাউরি, গ্রাম্য কবিয়াল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। কবি উপন্যাসের উপজীব্য অন্ত্যজ শ্রেণির একজন কবিয়ালের জীবনগাথা। আর সে কবিয়ালের নাম নিতাইচরণ। নিচু বংশে জন্মানো নিতাইচরণ গ্রামের সবাইকে চমকে দিয়ে কবি হয়ে ওঠে। সে কবিয়ালদের দোহার হিসেবে কাজ করছিল। কিন্তু গ্রামের পালাগানের আসরে এক প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালের অনুপুস্থিতিতে তার সামনে সুযোগ খুলে যায় নিজের কবিয়াল পরিচয় গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেয়ার। অভিজ্ঞ কবিয়াল মহাদেবের কাছে সেই দফায় হেরে গেলেও তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বাবুরা রীতিমত অবাক- 'ডোমের ছেলে পোয়েট!' নিতাইচরণের পারিবারিক পেশা ছিল ডাকাতি; কিন্তু সে হল অন্যরকম। এমনকি মায়ের অনুরোধ বা মামার শাসনের পরেও সে পড়াশুনো ছেড়ে ডাকাতির দলে নাম লেখায়নি। ঘরবাড়ি ছেড়ে স্টেশনে গিয়ে থাকে। এখানেই তার সাথে বন্ধুত্ব হয় স্টেশনের মুটে রাজার সাথে। নিতাইয়ের ওপর রাজা'র ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অগাধ। নিতাইকে সে ডাকত 'ওস্তাদ' বলে। এদিকে রাজারই এক আত্মীয়কে ঠাকুরঝি বলে ডাকত সে। বিবাহিত ঠাকুরঝি রোজ এসে দুধ বিক্রি করে যেত। মেয়েটার গায়ের রং কাল ছিল বলে গ্রামের লোকজন তো বটেই, রাজা-ও নানা কথা শোনাত। কিন্তু এই মেয়েটার জন্যই নিতাই এর মাথায় একটা পদ তৈরি হয়- 'কাল যদি মন্দ তবে চুল পাকিলে কান্দ কেনে?' জীবনের সব জায়গায় অপমান পাওয়া ঠাকুরঝি এই পদ শুনে আন্দোলিত হয়। আর নিতাই এর মনে, অসম্ভব জেনেও, ঠাকুরঝির জন্য গভীর প্রেম জন্মায়। একপর্যায়ে বিষয়টা জানাজানি হলে নিতাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। নিতাই যুক্ত হয় ঝুমুরদলের সাথে। এই দল অশ্লীল গান-বাজনা করে এবং নারীরা গানের সাথে নাচ করলেও তারা মূলত দেহোপজীবিনী। সে ক্রমশ তার নিজের ভিতরকার কবিয়ালের সত্ত্বাকে চেপে রেখে এই দলের মত করেই গান রচনা করে। এখানে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে যায়। সেখানে তার সাথে পরিচয় হয় বসন্ত বা বসনের সাথে। বসনের মধ্যে সে ঠাকুরঝির ছায়া দেখতে পায়। দুজনের মাঝে সখ্যতা গড়ে ওঠে। এই ব্যবসায় থাকলে নানা ধরনের রোগ হয়ে থাকে, এবং তারই এক রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে একসময়ে বসন্তও মারা যায়। শোকে কাতর হয়ে ঝুমুরদল ছেড়ে দেয় নিতাই। সে কাশীসহ অন্যান্য স্থান ঘোরে। কিন্তু তার মন না টেকায় একসময় আবারও সে নিজের আগের গ্রামে ফিরে আসে। রাজা'র কাছ থেকে জানতে পারে ঠাকুরঝি আর বেঁচে নেই, নিতাই গ্রামছাড়ার পরে সে উন্মাদ হয়ে মারা যায়। গভীর হতাশায় নিতাই প্রশ্ন করে- 'জীবন এত ছোট ক্যানে?

নিতাইয়ের জীবনে দ্বিতীয় প্রেমেরও আবির্ভাব ঘটে নাটকীয়ভাবে। ঝুমুর দলের নর্তকী বসন্ত তার দ্বিতীয় প্রেমিক। সে ঠাকুরঝির সম্পুর্ণ বিপরীত। নিতাই সেই কঠিন হৃদয়ের মেয়েটির প্রতিও আকর্ষণ বোধ করে। মূলত সব নতুনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বোধ বেশি। নিতাই তার প্রতিনিধিমাত্র। নিতাই ঠাকুরঝির প্রেমে পড়ার আগে কোন নারীর সংস্পর্শ পায়নি। আবার বসন্তকে দেখার পর তার মনে হল এরকম নারী হতেই পারেনা। বসন্তের কাঠিন্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা ঠাকুরঝির সৌন্দর্যের চেয়ে ভিন্ন। ফলে নিতাই বসন্তের মাঝে অন্যরকম সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছে।বসন্তকে দেখার পর নিতাইয়ের কবিত্বশক্তির পরিবর্তন হয়েছে। সহজ, সরলতা পরিহার করে সে এখন অনাবিল আনন্দ বিতরণের চেষ্টা করে। কারণ বসন্ত তাকে শিখিয়েছে কেবল সহজ ভাষায় গান গাইলে চলে না, তার মধ্যে কিছু আদি রস থাকা প্রয়োজন। তবেই আসর চাঙ্গা হয়ে জমে উঠবে। তাই নিতাই আসরের অবস্থা বুঝে উত্তেজক খেউড় রসের আমদানি করে। ইদানিং আসরে যাবার পূর্বে সে কিছুটা মদ্যপানও করে যায়। না হলে বসন্তের ভাষায় আসর নিরানন্দ থেকে যায়, জমে উঠে না। এভাবে কিছুদিন বসন্ত সান্নিধ্য কাটিয়ে কঠিন রোগে বসন্ত মারা গেলে নিতাই সন্ন্যাসীবেশে নিজ গ্রামে বন্ধু রাজনের কাছে ফিরে আসে। গ্রামে এসে শুনতে পায় ঠাকুরঝির মৃত্যু সংবাদ। এভাবে বিশাল কাহিনী ধীরে ধীরে ছোট হয়ে সাগর থেকে একেবারে শুষ্ক মরাখালে পরিণত হয়। কাহিনী তৈরির এমন চমৎকার কৌশল পাঠক হয়তো এর আগে খুব কম দেখেছে। চরিত্র নির্মাণে তারাশঙ্কর তকবিদ উপন্যাসে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন বলে অনেক সাহিত্য সমালোচক মনে করেন। কারণ তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে এই উপন্যাস বিভিন্ন কারণে ব্যতিক্রম। কাহিনীর বর্ণনাতে এই সত্য ধরা পড়ে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিতাই। নিতাইয়ের পূর্বপুরুষরা চুরি ডাকাতি করতো। অনেক সময় অন্যকেউ মনে করে নিজের আত্মীয়- স্বজনকেও নির্মমভাবে হত্যা করতো। নিতাই এসব পছন্দ করতো না বলে সমাজ -পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়। সৎ, বিনয়ী ও নিষ্ঠাবান নিতাই অনেক কষ্ট করে কবিয়াল দলে যোগ দেয়। কবিয়াল স্বীকৃতি পাওয়ার পর সে জীবনের গভীর অনুভূতি প্রেমের সন্ধান পায় ঠাকুরঝির মাঝে। নিতাইয়ের জীবন ছিল আনন্দহীন অতৃপ্তিতে ভরা। ঠাকুরঝির মাঝে সে তৃপ্তি আত্মতৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিল। তাই নিতাইয়ের মনে হতো ঠাকুরঝির গায়ের রঙ কালো, তবে তাতে লাবণ্য আছে। লেখকের বর্ণনায়, 'ঠাকুরঝি কালো। তবে সেই কালোর মধ্যে লাল আভা মাখা। ঠাকুরঝির মুখের কালো রঙে লাল আভা দেখা যায় না। তবু তাহার লজ্জার গাঢ়তা বোঝা যায়।' 'কবি' উপন্যাসের রাজন চরিত্রটি বেশ মজার। সে নিতাইয়ের বন্ধু। আবার অনেকটা অভিভাবকের মতো। নিতাইয়ের কবি হয়ে উঠার পেছনে ঠাকুরঝির পাশাপাশি রাজনেরও দারুণ উৎসাহ ছিল। রাজন হাসিখুশি একজন মানুষ। সরল মনে সে সবার মন জুগিয়ে চলতে পছন্দ করে। পেশায় সে সামান্য রেল স্টেশনের পয়েন্টসম্যান হওয়া সত্তেও মনে আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতো। হাসিখুশি থাকত ।বাংলা আর হিন্দি মিশ্রিত ভাষায় সে কথা বলে। সে নিতাইয়ের সুখ দুঃখের অন্যতম সাথী। নিতাই যখন একসময় রেল স্টেশনে কুলিগিরী করতো তখন রাজন তাকে বলে- কবি মানুষের কী কুলিগিরি সাজে? এভাবে সে নিতাইকে তার যোগ্যতার কথা স্মরণ করে দিয়ে সম্মান জানাতো। নিতাইয়ের সুখদুঃখের সঙ্গী হয়ে থাকত রাজন । নিতাইয়ের একটি নরম, সংবেদনশীল মন ছিল। ফলে কবিত্বশক্তি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনে প্রেমেরও আবির্ভাব ঘটে।

তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বিশেষভাবে বীরভূম-র্বধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, ডোম, বাউরি, গ্রাম্য কবিয়াল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। কবি উপন্যাসের উপজীব্য অন্ত্যজ শ্রেণির একজন কবিয়ালের জীবনগাথা। আর সে কবিয়ালের নাম নিতাইচরণ। নিচু বংশে জন্মানো নিতাইচরণ গ্রামের সবাইকে চমকে দিয়ে কবি হয়ে ওঠে। সে কবিয়ালদের দোহার হিসেবে কাজ করছিল। কিন্তু গ্রামের পালাগানের আসরে এক প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালের অনুপুস্থিতিতে তার সামনে সুযোগ খুলে যায় নিজের কবিয়াল পরিচয় গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেয়ার। অভিজ্ঞ কবিয়াল মহাদেবের কাছে সেই দফায় হেরে গেলেও তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বাবুরা রীতিমত অবাক- 'ডোমের ছেলে পোয়েট!'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জেলায় গেরুয়া শিবিরের ভরাডুবি কেন ?

সাংসদের নিজের গ্রামের বিজেপির গোহারা নিয়ে বিশ্লেষণ দলের

বুদ্ধদেব পাত্র

পুরুলিয়া: আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ২০১৮ সালের জুলাই মাসটি ছিল গেরুয়াময় পুরুলিয়া। ১৮ এর পঞ্চায়েতে ঘাসফুলকে কুপোকাত করে পুরুলিয়ার রুখাসুখা কাঁকুরে মাটিতে ফুটেছিল পদ্মফুল। ১৮ র পঞ্চায়েতে বিজেপির এই জয়জয়কার ১৯ এর লোকসভায় পৌঁছে গিয়েছিল। আবার ২১ এর বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি এই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে জেলার ন'টি বিধানসভার মধ্যে ছ'টি দখল করে শাসকদলকে একবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ২৩ এর পঞ্চায়েতে সব উলটপালট হয়ে গেল। পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ সব জায়গায় ধরাশায়ী হল গেরুয়া শিবির।

অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে স্বয়ং পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নিজের অঞ্চলে গোহারা হেরেছে বিজেপি। ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের পুস্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ১৩। তার মধ্যে কংগ্রেস তিনটি, ফব একটি, সিপিএম একটি ও বাকি আটটি গিয়েছে তৃণমূলের দখলে। খোদ সাংসদের পঞ্চায়েতে কোথাও পদ্ম তো ফুটলই না, চারটি বুথে তিন অঙ্কে ও যায়নি বিজেপির প্রাপ্ত ভোট।

সাংসদের নিজের বুথ কুদলুং সংসদে তৃণমূল প্রার্থী অতুল মাহাতো পেয়েছেন ৩৭৪ ভোট। আর বিজেপি প্রার্থী তারাপদ মাহাতোর ঝুলিতে গিয়েছে ৩৬৬ ভোট। মাত্র আটটি ভোটে হেরেছে বিজেপি। অবশ্য গোটা পঞ্চায়েতে এটাই বিজেপির সবচেয়ে কম ব্যবধানে হার। কোন কোন বুথে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে চতুর্থ স্থানে নরেন্দ্র মোদির দল। বিজেপি অবশ্য এর পিছনে চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছে।

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার কটাক্ষ করে বলেন, শুধু পুস্তি বা জ্যোতির্ময় সিং মাহাতর এলাকা নয়, সারা জেলায় বিজেপির আজ অস্তিত্ব সংকট। ২০১৯ এ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো দু' লক্ষ চার হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলেও, মানুষ এখন বুঝতে পারছে বিজেপিকে জিতিয়ে কী ভুল করেছে। সাংসদ নিজের এলাকায় কোনও কাজ না করে গাড়িতে কালো কাচ আর কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

দিন কয়েক আগেই সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন, 'এই নির্বাচন ভুয়ো। আমাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস লড়াইয়ের ময়দানে ছিলই না। তৃণমূলের হয়ে প্রশাসন লড়াই করেছে।' সাংসদের দাবি, 'লড়াই হয়েছে বিজেপি বনাম প্রশাসনের। আমার ছেড়ে কথা বলব না। আমরা এর শেষ দেখেই ছাড়ব।' শে। দেখার হুমকিও দেন সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

অঙ্গনওয়াড়িতে অপুষ্টিকর খাবারের অভিযোগে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকে ভুঁইফর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার না দেওয়া অর্থাৎ নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানালেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। অবশেষে এর প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং তাঁকে তালাবন্ধও করে রাখেন বলে অভিযোগ। এই গোটা ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় পুরো এলাকাজুড়ে। অভিভাবকদের অভিযোগ, চোখ বন্ধ করে ভরসা করে তাঁদের শিশুকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠানো হয়, পড়াশোনার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খ ।ওয়ার জন্য। কিন্তু সেই শিশুদের খাওয়ারেই বেনিয়ম। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা এই পথ বেছে নেন বলেও দাবি তাঁদের। পরে ঘটনাস্থলে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।

সবুজায়নে খড়গপুর বনবিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সবুজায়নের লক্ষ্যে বন মহোৎসবে বড়সড় কর্মসূচি পালন করল খড়গপুর বন বিভাগ। ডিএফ ও শিবানন্দ রামের নেতৃত্বে মঙ্গলবার খড়গপুর বন বিভাগের অধীন বনাঞ্চলে মোট দু'লক্ষ পাঁচ হাজার চারা বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং ৬০ লক্ষ চারা খড়গপুর বনবিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের বিধায়কদের দেওয়া হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসেন বনদপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি আইআইটি খড়গপুর, সালুয়া ইএফআর, সিআরপিএফ কলাইকুন্ডা এয়ার ফোর্স এবং বিএসএফ কর্মীরা। এগিয়ে আসেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন খড়গপুর বন বিভাগের নয়াগ্রাম, চাদাবিলা, হিজলি, কলাইকুন্ডা, বেলদা, কেশররেখা, ডেবরা, ঘাটাল রেঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় চারাগাছ রোপন করেন বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। সিআরপিএফ, বিএসএফ বাহিনীর পাশাপাশি নয়াগ্রামের ইএফআর জোয়ানদের পক্ষ থেকে শালুয়া পুলিশ লাইনে বৃক্ষরোপণ করা হয়। জানা গিয়েছে সবুজায়নের লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী বন মহোৎসবের সুচনা করেছে খড়গপুর বন বিভাগ। সেই মতো এদিন এই বিশাল পরিমাণে চারাগাছ রোপন করা হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল,
৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২৪(৬)ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের "ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্স ফার এবং রিফান্ড) রুলসের রুল ৬, এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে কোম্পানি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট যে সকল শেয়ারের বিগত একাদিক্রমে সাত বছর ডিভিডেন্ড অপ্রদেয়/দাবিহীন হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলি উক্ত নির্ধারিত রুল এবং প্রক্রিয়া অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণের নাম (যারা বিগত একাদিক্রমে সাতবছর তাদের শেয়ারের জন্য নগদ গ্রহণ করেননি/ডিভিডেন্ডের জন্য দাবি করেননি), তাদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নং বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি পাওয়া যাবে "ইনভেস্টর সার্ভিসেস" কলমে কোম্পানির উক্ত ওয়েবসাইটে।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিঃ অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল,
কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: + ৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com ওয়েবসাইট: www.bata.in

৯০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্য

এতদ্দ্বারা বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (দ্য "কোম্পানি") সদস্যদের **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হচ্ছে যে, **৯০ তম (নব্বই তম) বার্ষিক সাধারণ সভা** (দ্য "এজিএম" বা দ্য "মিটিং") **১০ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.০০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে সভা আহ্বানকারী নোটিস (দ্য "নোটিস") -এ বিধৃত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (দ্য "এমসিএ") দ্রষ্টব্য তাদের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ০২/২০২২ এবং নং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর,২০২২ (এখানে অতঃপর যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং এর সঙ্গে পঠিত সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, নং এসইবিআই /এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, নং এসইবিআই/ এইচও/ সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ এবং নং এসইবিআই/ এইচও/সিএফডি /পিওডি-২/ পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ (এখানে অতঃপর যৌথভাবে "সেবি সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে পঠিত এমসিএ সার্কুলারগুলির সম্মতিতে "সেবি সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), কোম্পানিগুলিকে ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (সংশোধিতমতো) (দ্য "অ্যাক্ট") সার্কুলারগুলি ও প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিতমতো) (দ্য "লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

উক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সংবলিত এজিএম আহ্বানকারী নোটিস কেবল ই-মেল -এর মাধ্যমে শুধু সেইসব সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানিতে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (দ্য "আরটিএ") অর্থাৎ মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্ট্রি করা আছে এবং **১৪ জুলাই, ২০২৩** তারিখমতো কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারধারী। নোটিস ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট যথা www.bata.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে যেখানে ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে যথা : www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com -তে। নোটিস আরও পাওয়া যাবে ই-ভোটিং -এর সুবিধা প্রদানকারী হিসাবে নিযুক্ত অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট - www.evoting.nsdl.com-এ।

সদস্যদের ৫ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কোম্পানি কর্তৃক জারি করা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি উল্লেখ্য যা প্রকাশিত ৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে "ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস" (ইংরাজি) ও "একদিন" (বাংলা) সংবাদপত্রে সভা সংক্রান্ত আরও বিশদ বিবরণের জন্য দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞাপন কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com -তে পাওয়া যাবে।

সদস্যদের আরও অবগতি করা হচ্ছে যে:

১) ধারা ১০৮ -এ প্রদত্ত সংস্থান এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিতমতো) -এর রুলস ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনের ৪৪ রেগুলেশন অনুসারে, কোম্পানি উক্ত এজিএম-এ সম্পাদনযোগ্য ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পর্কে এনএসডিএল -এর মাধ্যমে সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করবেন। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী নোটিসের সাথে প্রদান করা হয়েছে।

২) নোটিসে উল্লেখিত ব্যবসায়ে কেবলমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। **কাট-অফ ডেট বৃহস্পতিবার, ৩ অগস্ট, ২০২৩** -এ ডিপোজিটরিগণের দ্বারা রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে / সদস্যদের রেজিস্টারে যে সকল সদস্যের নাম আছে, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। একজন সদস্য রেজলিউশন (সমূহ)-এ একবার ভোট দিলে, পরবর্তীকালে তিনি আর তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা সোমবার, ৭ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে (সকাল ৯:০০টা আইএসটি) শুরু হবে এবং বুধবার, ৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে (বিকাল ৫:০০টা আইএসটি) ই-ভোটিং শেষ হবে। তারপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে ৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫:০০টায়। **যেসমস্ত ব্যক্তি কাট-অফ ডেট বৃহস্পতিবার, ৩ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সদস্য নন, তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন।**

৩) যে সকল সদস্য এজিএম-এ উপস্থিত হবেন, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি www.evoting.nsdl.com -এর মাধ্যমে এজিএম-এর স্থানে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

যে সকল সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাঁরা ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু এজিএম-এর স্থানে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

৪) কোনও ব্যক্তি, যিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, এবং কাট-অফ ডেট, অর্থাৎ **৩ অগস্ট, ২০২৩** তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি evoting@nsdl.co.in-তে এনএসডিএল-এর কাছে অথবা share.dept@bata.com-তে কোম্পানির কাছে অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-তে ইতোমধ্যে যে সকল সদস্য রেজিস্ট্রিকৃত আছেন, তাঁরা ই-ভোটিংয়ের জন্য তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

৫) বর্তমানে এবং এজিএমের তারিখ পর্যন্ত এই বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত সকল নথি যাচাইয়ের জন্য কোম্পানির সদস্যরা বিনামূল্যে পেতে পারেন। যাচাই করতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাঁদের অনুরোধ share.dept@bata.com -তে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস, নাম এবং ফোলিও নং/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে পাঠাতে পারেন।

৬) ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অভিযোগ/ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com -এর 'ডাউনলোডস' সেকশনে প্রাপ্তব্য "ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চেনস অন ই-ভোটিং (ফর শেয়ারহোল্ডারস).পিডিএফ" এবং 'ই-ভোটিং ম্যানুয়াল - শেয়ারহোল্ডার.পিডিএফ" দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করতে পারেন অথবা শ্রীমতী পল্লবী মহাত্রে, এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার বা ই-মেইল আইডি-evoting@nsdl.co.in এ যোগাযোগ করতে পারেন। সিডিএসএল এর সঙ্গে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজধারী সদস্যরা টোল ফ্রি নং- ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-তে ফোন করতে পারেন অথবা ই-মেল আইডি: helpdesk.evoting@cdslindia.com তে যোগাযোগ করুন। আরও যেকোন সহায়তার জন্য, সদস্যরা শ্রী নীতিন বাগারিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি, বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে টেলিফোন নম্বর- (০১২৪) ৩৯৯০১০০ বা ই-মেইল আইডি: share.dept@bata.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এছাড়াও আরও **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হচ্ছে যে , উক্ত এক্ট এর সেকশন ৯১-এ প্রদত্ত সংস্থান, উক্ত রুলস এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার **শুক্রবার, ৪ অগস্ট, ২০২৩** থেকে **বৃহস্পতিবার, ১০ অগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত)** বন্ধ থাকবে, এজিএম এবং ডিভিডেন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ১৮ জুলাই, ২০২৩

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)
নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট
পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১
দখল নোটিশ

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) ঘোড়ালিয়া bmghl@bgvbank.co.in	**প্রদীপ কুমার দাস স্বত্বা./ঋণগ্রহীতা ১. প্রদীপ কুমার দাস,** পিতা জীতেন দাস, গ্রাম দিব্যডাঙ্গা, পো. ফুলিয়া বয়রা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-বিহারিয়া, জেএল নং ৫০, প্লট নং আরএস এবং এলআর ২১৬/২২৮২, খতিয়ান নং আরএস ৬৮৭, এলআর ২৩৯, এলআর ১৮১৫, জমির প্রকৃতি- ভিটা, এরিয়া-৮.২৫ শতক অবস্থিত ব্লক -শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১৪০২ অনুযায়ী প্রদীপ কুমার দাস পিতা যতীন দাসের নামে, গ্রাম-দিব্যডাঙ্গা, পো-ফুলিয়া বয়রা, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৪০২ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি।	**ক) ২৩.০২.২০২৩ খ) ১৪.০৭.২০২৩ গ) ৬,৮১,৮১১.০৫ টাকা (ছয় লাখ একাশি হাজার আটশ এগার টাকা এবং পাঁচ পয়সা)** (০৪.০৭.২০২৩ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ) অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ।
(২) ঘোড়ালিয়া bmghl@bgvbank.co.in	**প্রদীপ পাল এবং সুমিত্রা পাল স্বত্বা./ঋণগ্রহীতা ১. প্রদীপ পাল,** পিতা প্রয়াত কালীপদ পাল, গ্রাম এবং পো. ঘোড়ালিয়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ **(ঋণগ্রহীতা) জামিনদাতা - ১. সুমিত্রা পাল,** স্বামী প্রদীপ পাল, গ্রাম এবং পো. ঘোড়ালিয়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-ঘোরালিয়া, জেএল নং ৪৭, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৫০৫/৬০৪, খতিয়ান নং এলআর ১৩৭৪, জমির প্রকৃতি-বাড়ি, এরিয়া- ০৩.১৭ শতক অবস্থিত ব্লক-শান্তিপুর, থানা-শান্তিপুর, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১৪০৪ ঠিকানায় প্রদীপ পাল পিতা প্রয়াত কালীপদ পালের নামে, গ্রাম এবং পো- ঘোরালিয়া, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ সমুদয় সম্পত্তি।	**ক) ২৩.০২.২০২৩ খ) ১৪.০৭.২০২৩ গ) ৯,১৮,৯৯৪.৫৩ টাকা (নয় লাখ আঠারো হাজার নয়শ চুরানব্বই টাকা এবং তিপান্ন পয়সা)** (০৫.০৭.২০২৩ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ) অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৩
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
নদিয়া রিজিওনাল অফিস

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৩.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত নিম্নমতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স ৩এ গারমেন্টস শাখা - গার্ডেন রিচ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ত্রিতল বাণিজ্যিক ভবন পরিমাণ কমবেশি ৪৫০০ বর্গফুট, ২ কাঠা ৮ ছটাক জমিস্থিত মৌজা-নোওয়াপাড়া গ্রাম, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৭, আরএস নং ৫৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, আরএস দাগ নং ৬৫৫, হোল্ডিং নং সি৪-১৫৪/এ/নিউ, বোগা নোয়া পাড়া রোড, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ২১ অধীন, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৬৯৭৫ তারিখ ২৭.০৬.২০১৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪১২ থেকে ৪২২ রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর ২ অফিস, আলিপুর,-২০১৪ সালে, শেখ আরতাফ হোসেনের নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি- উত্তরে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে- আসিক ইকবাল, পূর্বে- ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে- মোজাস্সার নজর সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৪৫৯১০০০.০০ টাকা ঘ) ৪৬০০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50521399431 ছ) ৩৯০২০৪২.০০ টাকা
২.	**মেসার্স এ২ অ্যাডভান্স অটোমেশন প্রা. লি. শাখা - খিদিরপুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি ১ কাঠা ২ ছটাক সমপরিমাণ ৮৫৪ বর্গফুট তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- কাঠালপাড়া, জেএল নং ৪, ইপি নং ২২২, এসপি নং ৭০৩, খতিয়ান নং ১, দাগ নং ২২৪৯ এবং ২২৫০ , নৈহাটি পুরসভা অধীন, থানা-নৈহাটি, জেলা - ২৪ পরগনা উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- রামানি সাহার সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, **পূর্বে**- দাতার খালি জমি এবং ভবন। **পশ্চিমে**- ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ১৬৭১০০০.০০ টাকা ঘ) ১৬৮০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB6444209095 ছ) ২৩০৩৬০৭.২০ টাকা
৩.	**মেসার্স অধিকারী নার্সারি শাখা - ঠাকুরপুকুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ৪ এবং ৫/৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-কঙ্গনবেড়িয়া, তৌজি নং ২ এবং ১৬ (আরএস ৯১) জেএল নং ৪১, পরগনা- মাগুরা, খতিয়ান নং ৪১৫ দাগ নং ৪৪০, কঙ্গনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং আই-০৪৯০৫ তারিখ ২৪.১০.২০০৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২৯, পৃষ্ঠা ৪১০ থেকে ৪২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী সুতনু অধিকারী পিতা অনন্ত নাথ অধিকারীর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- সুশীল মান্না এবং সুনীল মান্নার সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- বিশ্বনাথ অধিকারীর সম্পত্ত, **পূর্বে**- বিশ্বনাথ অধিকারী এবং রবীন অধিকারীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে**- পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ২৬১৮০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬২০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50145912205 ছ) ৪৭১৪৬১৮.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৩, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৭.০৮.২০২৩ এবং ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি শুক্লা চক্রবর্তী সরকার শাখা - ব্যান্ডেল বাজার তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে জি-৩ তলা নির্মাণে পরিমাণ ১১৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা-কাপাসডাঙ্গা, জেএল নং ১০, হোল্ডিং নং ১৭১০, (নতুন) মহল্লা-আলিপুর ওয়ার্ড নং ৮, আরএস দাগ নং ২০৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৩৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ৩৯১৭, এলআর দাগ নং ৫০৬, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, বিক্রয় দলিল নং ২৯৩৫-২০১১ সালের তারিখ ০৪.০৫.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩, ডিএসআর ১ হুগলি অনুযায়ী শুক্লা চক্রবর্তী সরকারের নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৩০,৫০,০০০ টাকা ঘ) ৩,০৫,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50352787174 ছ) ৫২৫৩৪৯.০০ টাকা
২.	**শ্রী ভিকি চৌধুরী শাখা - কোন্নগর তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া -৬০১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৮.২৩ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তলে, অবস্থিত মৌজা- রিষড়া, সিএস দাগ নং ১৭৩৪ (অংশ), ১৭৩৫ (অংশ), ১৭৩৬ (অংশ), সিএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, আরএস দাগ নং ৮০৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১১৫০, এলআর দাগ নং ১২৫৯৫, এলআর খতিয়ান নং সাবেক ৫৫৬৭, বর্তমান ১৮৫২২, ১৮৫২৩, ১৮৫২৪, ১৮৫২৫ এবং ১৮৫৩৬ হোল্ডিং নং ৩/২৫৪/৩, ডা. বি সি রায় সরণি (থার্ড লেন), রিষড়া পুরসভা অধীন, পো-মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া,জেলা-হুগলি, প.ব. নথিভুক্ত উল্লেখ্য দলিল নং ৬০৫০২৫৬২-২০১৯ সালের তারিখ ১৬.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৩৬৭ থেকে ৭৬৪৩৮, এডিএসআর শ্রীরামপুর, অনুযায়ী ভিকি চৌধুরীর এবং অশোক চৌধুরীর নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ১৮,২৩,০০০ টাকা ঘ) ১,৮২,৩০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50485293900 ছ) ১৪৬০৮৯৯.০০ টাকা
৩.	**শ্রী জয়দেব মন্ডল শাখা - শ্রীপুরবাজার তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১০.৫ (৮.২ + ২.৩) ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১৪৭২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ১২৯, ১৩০, এলআর দাগ নং ২৬০, ২৬১, এলআর খতিয়ান নং ১১১৪ কৃ এবং ৫৭ কৃ সাবেক এলআর খতিয়ান নং ১১৭৬ অবস্থিত মৌজা- মীরডাঙ্গা, জেএল নং ৪, থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলি, গুপ্তিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১, হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ৭৮১-২০০৮ সালের, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ২৯৯ থেকে ৩১০ অনুযায়ী জয়দেব মন্ডলের নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তরে- বনমালি মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণে- পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে- সাধারণের চলার পত,পশ্চিমে- শ্রী সোমনাথ মন্ডলের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ১৪,৯৫,০০০ টাকা ঘ) ১,৪৯,৫০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50182583900 ছ) ১৯০২৫৬১.০০ টাকা
৪.	**শ্রী সুব্রত জানা শাখা - আটঘরা তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৫ শতক অবস্থিত মৌজা-হারুয়া, জেএল নং ৪০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৫৭ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ৪৪১, সাবেক এলআর খতিয়ান নং ৬২২ এবং ৫২১ বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৮৪১ (শ্রী বেচারাম জানা) এবং ১০৭৪ (শ্রী সুব্রত জানা) থানা- পুরশুড়া, জেলা-হুগলি, দলিল নং ৪৭-২০১১ সালের তারিখ ১১.০১.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ৬৫৪ থেকে ৬৬৩, এডিএসআর পুরশুড়া এবং দলিল নং ১৮৪৫ -১৯৯৬ তারিখ ০৬.১২.১৯৯৬ রেজিস্ট্রিকৃত সাব-রেজিস্টার্ড-আরামবাগ, পুরশুড়া, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২১ পৃষ্ঠা ২৯৫ থেকে ২৯৮ অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তরে- গোপাল বাগের ভবন, দক্ষিণে- উপানন্দ ঘড়ুই এর সম্পত্তি, পূর্বে- তারকেশ্বর-দিগরুই ঘাট রোড, পশ্চিমে- সুবল ঘোষ এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ২৬,০৬,০০০ টাকা ঘ) ২,৬০,৬০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50326246524 ছ) ২৪৮৭৭৮২.০০ টাকা
৫.	**মেসার্স স্টার অটো স্পেয়ারস শাখা - পিপুলপাতি তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- হোসেনাবাদ, জেএল নং ১৪৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১/১, হাল খতিয়ান নং ৩৪৮, আরএস দাগ নং ৫৭৪, এলআর দাগ নং ৬৪২, রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআরও হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ১২৮০-১৯৮৮ সালের বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১৬৩ থেকে ১৬৮ এবং ৭১০৮-১৯৯৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮৬, পৃষ্ঠা ১৪৩ থেকে ১৪৬ অনুযায়ী কামালউদ্দিন আহমেদের নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ২৪,১৭,০০০ টাকা ঘ) ২,৪১,৭০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB20670606042 ছ) ১০৫৫৫৮৫.০০ টাকা
৬.	**শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি শাখা - রাধাগোবিন্দনগর তারিখ - ১৭.০৮.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থ তলে, ফ্ল্যাট নং ৩০২এ, 'বসন্ত বাস' ভবনে জেএল নং ১০৪, সিট নং ৮০, আরএস দাগ নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৪, ৭১ এবং ৭৭ হাওড়া পুরসভার হোল্ডিং নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ৩৮ অধীন থানা-শিবপুর, শরৎ চন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া, প.ব. দলিল নং ০৫০১০০৬৫০-২০১৮ সালের তারিখ ০৫.০২.২০১৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৯২৩৫ থেকে ২৯২৭৮ অনুযায়ী শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি জ্যোতি চ্যাটার্জির নামে সমুদয় সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) না গ) ২৬,৩৫,০০০ টাকা ঘ) ২,৬৩,৫০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50429728805 ছ) ২৯৩৫০৪৬.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

পঞ্জাব নैशनल बैंक pnb punjab national bank
SASTRA ভার্টিকাল, সার্কেল অফিস, হুগলি,
২৩এ, রায় এম সি লাহিরি বাহাদুর স্ট্রিট,
পো. শ্রীরামপুর, হুগলি (পব),
পিন-৭১২২০১, ইমেল আইডি : cs8240@pnb.co.in
সংশোধনী
আমাদের প্রজ্ঞাপন বিক্রয় নোটিশ **০৩.০৮.২০২৩** তারিখের, **১৭.০৭.২০২৩** তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন সংস্করণে প্রকাশিত **(ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মডার্ন ফার্ণিচার হাউস (ক্রম নং ৮), শ্রী পরিমল দে এবং শ্রীমতি রুমকি দে (ক্রম নং ৩৬), শ্রীমতি সঙ্গীতা বিশ্বাস এবং শ্রী শম্ভু রায় (ক্রম নং ৩৯)** পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত অনিবার্য কারণে প্রত্যাহৃত হল। অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানোর কারণে দুঃখিত।
তারিখ : ১৯.০৭.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : শ্রীরামপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

Union Bank of India (A Govt. of India Undertaking)
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **২৩.০৩.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সফিউল হক এবং শ্রীমতি সরজিনা বিবি** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,৭১,৬৯৬.৩৩ টাকা (দশ লাখ একাত্তর হাজার ছশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা ২১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৫.০৭.২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বহরমপুর মেন শাখা ১০,৭১,৬৯৬.৩৩ টাকা (দশ লাখ একাত্তর হাজার ছশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা ২১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন শ্রীমতি সরজিনা বিবি, স্বামী মহ. সফিউল হক-এর স্বত্বাধীনে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩২৮, গ্রাম - গাকুন্ডা, গাকুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট, জেএল নং ৭৮, তৌজি নং ১৬, মহাল, এলআর খতিয়ান নং ২৮৩৬, এলআর দাগ নং ২৮২৯, ভাকুরি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা - তারকপুর, পো. গজধরপাড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি।
চৌহদ্দি - উত্তরে - ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে - সিরাজুল হক-এর ভবন, পূর্বে - ১২ ফুট চওড়া পিচের রাস্তা, পশ্চিমে - জামিরুদ্দিন শেখের ভবন সমন্বিত।
তারিখ - ১৫.০৭.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বহরমপুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০৪.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ফাইভ স্টার ফিশারিশ (স্বত্বা. প্রয়াত আবুজাফর লস্কর)** (যেহেতু মৃত তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে) **এবং জামিনদাতা রায়সুদ্দিন লস্কর**, পিতা প্রয়াত আবুজাফর লস্কর, কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,৯৩,৯৪,৫৬০.০৬ টাকা (এক কোটি তিরানব্বই লাখ চুরানব্বই হাজার পাঁচশ ষাট টাকা এবং ছয় পয়সা) টাকা ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা (যেহেতু মৃত) আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (যেহেতু মৃত) আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা, এবং উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা (যেহেতু মৃত) আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১,৯৩,৯৪,৫৬০.০৬ টাকা (এক কোটি তিরানব্বই লাখ চুরানব্বই হাজার পাঁচশ ষাট টাকা এবং ছয় পয়সা) টাকা ৩১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা (যেহেতু মৃত) আইনি উত্তরাধিকারী/জামিনদাতা **অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২৬ ডেসিমেল (মোট এরিয়া -১১৩২৫ বর্গফুট) এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবন, দাগ নং ১৪২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, মৌজা- ফকিরতাকিয়া, জেএল নং ১০, তৌজি নং-২২, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি।
সম্পত্তি রায়সুদ্দিন লস্কর এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং আই-২৩৮৫ এবং আই-২৩৮৬ তারিখ ০৩.০৫.১৯৯৫।
তারিখ - ১৩.০৭.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভোট গণনার ৭ দিন পর গাজোলে উদ্ধার সিল করা তিনটি ব্যালট বক্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। হিংসা, ভোট লুঠের অভিযোগে একাধিক কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনও হয়েছে। গণনা শেষে ফলপ্রকাশ হয়েছে।

আর এই সবের ৭ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরে গাজোলের একটি স্কুলের তালাবন্দি ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার হল ভোটের তিনটি ব্যালট বক্স সেগুলোতে ছিল প্রশাসনের সিল আঁটা। স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি শোরগোল পড়ে যায় গাজোল ব্লক এলাকায়।

এই ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এরপরই এদিন সকাল থেকেই গাজোল স্ট্যান্ডের কাছে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ পথ অবরোধ শুরু হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে বিজেপির এই বিক্ষোভ অবরোধ। এই ঘটনায় সাংসদ খগেন মুর্মু গাজোল থানার আইসি এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে তৃণমূল কারচুপি করে গাজোলের ওই ৮৩ নম্বর বুথে জয়ী হয়েছে বলেও অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা তৃণমূলের মালদা জেলা পরিষদের গাজোল এলাকার নির্বাচিত প্রার্থী দীনেশ টুডুর অভিযোগ, বিজেপি হতাশায় ভুগছে। ওরাই ব্যালট বাক্স লুঠ করার পর ওই স্কুলের ক্লাসরুমে রেখে দিয়ে গেছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগকে ঘিরে শরগরম হয়ে উঠেছে গাজোল এলাকা।

পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোল ব্লকের হাজীনাকু মহম্মদীয়া হাইস্কুলে এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্ট্রং রুম এবং গণনা কেন্দ্র করা হয়েছিল। এদিন ওই স্কুলের একটি ক্লাস রুম থেকেই সিল করা ওই তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়েছে। যদিও ওই স্কুলের ৮৩ নম্বর বুথে ব্যালট বাক্স লুঠ হওয়ার অভিযোগে ৯ জুলাই পুনর্নির্বাচন হয়েছিল। আর এই ঘটনার পরের এদিন মঙ্গলবারে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাজোল থানার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।

গাজোল হাজিনাকু মহম্মদীয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল বর্মণ জানিয়েছেন, নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর ব্লক প্রশাসনের নির্বাচনী এজেন্সির লোকেরা গত কয়েকদিন ধরে স্কুলের তদারকি চালাচ্ছিল। তাদের কোনও খুঁটিনাটি জিনিস পড়ে আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। এরপরেই ব্লক প্রশাসনের অফিস থেকে আসা কর্মীরাই দেখতে পান একটি ক্লাস রুমের ঘরে তালাবন্দি রয়েছে। যদিও সেই ঘরের চাবি আমাদের কাছে ছিল না। সেই ব্লক প্রশাসনের কর্তারা ঘরের তালা ভাঙতেই এই তিনটি ব্যালাট বাক্স নজরে আসে। এরকম ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেনি। পুরো বিষয়টি প্রশাসন বলতে পারবে।

গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণের কটাক্ষ, 'তৃণমূলিরা কীভাবে এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপি করেছে, সন্ত্রাস চালিয়েছে তা এদিনের ব্যালট বাক্স উদ্ধারের ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই ৮৩ নম্বর বুথে ভোটের দিন ব্যালট বাক্স পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পরের দিন ৯ জুলাই আবার পুনর্নির্বাচন হয়। সেখানে বিজেপি পরাজিত হয়েছে। তৃণমূল এইভাবে কারচুপি করেই জয়ী হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনকে দায়ী করছি। প্রয়োজনে বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

পাল্টা গাজোলের সংশ্লিষ্ট এলাকার মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থী দীনেশ টুডুর বক্তব্য, 'আসলে বিরোধীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই ওরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আমাদের অনুমান বিজেপি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির ব্যালট বাক্স লুঠ করে ওখানে রেখে দিয়ে গিয়েছে। নইলে এরকম ঘটনা ঘটত না। বিজেপির গড় গাজোলে বিরোধীরা হেরে ভূত। তাই এখন উল্টোপাল্টা অভিযোগ করছে।'

গাজোল ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, আপাতত ওই তিনটি ব্যালট বাক্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিজেপির বিদ্রুপ সহ্য করতে না পেরে তৃণমূল কর্মীর আত্মহত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: বিজেপি কর্মীর বিদ্রুপ ও গালমন্দ সহ্য করতে না পেরে এক তৃণমূল কর্মী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকায় চাপা উত্তেজনাও রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রামনগর ১ ব্লকের হলদিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কইনাড়া গ্রামের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের চন্দন সামন্তকে (৬১) পরিবারের লোকেরা ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে কড়িকাঠে ঝুলতে দেখতে পান। তাঁকে দেখে পবিরারের লোকেরা কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং বহু মানুষ জড়ো হন। রামনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে চন্দন সামন্তের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। সুইসাইড নোটে উল্লেখ বয়েছে, স্থানীয় বিজেপি নেতা অপু সামন্তের বিদ্রুপ ও গালমন্দের কারণে তিনি সুইসাইড করতে বাধ্য হয়েছেন। রামনগর থানার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই বিষয়ে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির দাবি, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উসকানিমূলক কথাবার্তায় বিজেপি কর্মীরা উজ্জীবিত হয়ে তৃণমূল নেতা কর্মীদের বিদ্রুপ ও গালমন্দ করছেন। সেই কারণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এই ঘটনার জন্য বিরোধী দলনেতা সম্পূর্ণ দায়ী। যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, তৃণমূল এই আত্মহত্যাকে নিয়েও রাজনীতি করছে। মন্ত্রী অখিল গিরি দাবি করেছেন নিরপেক্ষ তদন্ত।

ইন্দাসে রুটমার্চ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ভোট পরবর্তী হিংসার কথা মাথায় রেখে ইন্দাসে রুটমার্চ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠে এসেছে। বহু মানুষকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভোট মিটলেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি। অভিযোগ, ভোট পরবর্তী হিংসাও ঘটেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আর সেই অভিযোগের কথা মাথায় রেখেই বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত আকুই এক নম্বর অঞ্চলে মঙ্গলবার রুটমার্চ করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন আকুই এক নম্বর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে এই রুটমার্চ করা হয়। ভোট পরবর্তী হিংসার কথা মাথায় রেখেই এই রুটমার্চ প্রশাসনের। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ মলয় পাল নামে এক ব্যক্তি জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে রুটমার্চ করা হল। প্রশাসনের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ভুল ব্যালটে ভোট আরামবাগে! রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভুল ব্যালটে ভোট, ভুল ব্যালটেই ভোটে দাঁড়ানো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ তথা ভোট গণনা। তারপর জয় পরাজয় নির্ধারণ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার আরামবাগ ব্লকে। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবার পরেই আগামী সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে হাইকোর্ট সূত্রে।

আরামবাগে আবার বেশ কিছু বুথে ভোট হতে পারে। কোর্টের নির্দেশের পর এমনটাই মনে করছে বিজেপি। নির্বাচন হয়েছে ১০ দিন আগে। গণনা হয়েছে ৭ দিন আগে। প্রার্থীদের জয় পরাজয়ও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতে ৬৩ ও ৬৪ নম্বর বুথে যে ব্যালটে নির্বাচন হয়েছে সেখানে বিজেপি প্রার্থীর নাম ছিল না। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী শ্রাবন্তী দোলুই ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী চিন্ময় পোড়েলের নাম ছাড়াই নির্বাচন হয়েছে। ৮ জুলাই নির্বাচনের দিন প্রার্থীর নাম ভুল থাকার

কারণে তাঁরা নির্বাচন বন্ধ করে দেন। অভিযোগ, এর পরই আসরে নামেন রিটার্নিং অফিসার অর্থাৎ আরামবাগের বিডিও। তিনি নাকি বলেন, নাম কোনও বিষয় নয়। সিম্বল থাকলে হবে। তিনি পুনরায় নির্বাচন চালু করেন। ভুল ব্যালটেই নির্বাচন হয়। ভুল ব্যালটেই গণনাও হয়। আবার ভুল ব্যালটেই জয় পরাজয়ও ঘোষণা করে দেওয়া হয়। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। জানা গিয়েছে, বিচারপতি অমৃতা সিনহা অভিযোগ শোনার পর ২৫ তারিখের মধ্যে আরামবাগ বিডিওর কাছে রিপোর্ট তলব করেন। এই বিষয়ে আরামবাগ বিডিওর সাথে যোগাযোগ করা হলে আরামবাগ বিডিও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ধরনের কিছু হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই। নির্বাচন হয়েছে। গণনা হয়েছে এত বড় ভুল হলে অভিযোগ আসত।

অন্যদিকে ৪১ নম্বর জেডপি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজ্যোতি মণ্ডল বলছেন, বিডিও এখন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ ভোটও বন্ধ ছিল। কিন্তু তাদের অভিযোগে বিডিও কর্ণপাত করেননি। সেই কারণে তাঁদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অন্য দিকে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ এই ঘটনার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, সব কিছুই প্রশাসনিক গাফিলতিতে হয়েছে। নির্বাচনের দিন তাঁদের অভিযোগ বিডিও শোনেননি। তাই তিনি আশা করছেন আরামবাগের এই এলাকা গুলিতে পুনরায় নির্বাচন হবে। সবমিলিয়ে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় আরামবাগ জুড়ে।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ, সমস্যা শুনলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠেছে বিড়া ও রাজিবপুরে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের দেখতে এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র বনগাঁ সাংসদ স্বপন মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

সোমবার রাতে দলের পক্ষ থেকে আক্রান্তর হাতে ১ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন রাজ্য সভাপতি। তারপর রাজীবপুর থেকে বেরিয়ে সোজা অশোকনগর থানায় আসেন বনগাঁর সংসদ স্বপন মজুমদার ও তাপস মিত্র। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অশোকনগর থানার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে।

এদিন বসিরহাট থেকে ফেরার পথে ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত অশোক বারিকের বাড়িতে এসে দেখা করেন রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত ভোট গণনার দিন অশোকনগর বিধানসভা হাবড়া ২ নম্বর ব্লকের রাজিবপুরে অশোক বারিককে মারধর, বাড়ি সহ অন্যান্য জিনিস ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এদিন তাঁর বাড়িতে দেখা করতে আসেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'রাজ্যের সর্বত্রই তৃণমূল এই কাজ করে বেড়াচ্ছে। আগে চুরি ছ্যাঁচড়ামি করতো, এখন মানুষকে লুঠ করতে শুরু করেছে। রাজ্য টাকা শেষ করে দিচ্ছে। আগামী লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে। মানুষ সুষ্ঠু ভাবে ভোট দিতে পারবে। বিজেপির জয় হবে।' পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে খাসির সঙ্গে তুলনা করেন সুকান্ত মজুমদার। অন্য দিকে, বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার তৃণমূল নেতা, বিধায়কদের সম্পর্কে বলেন, 'এরা চোরের দল। চুরি করেই এরা বেঁচে আছে।' ভোটের আগে নারায়ণ গোস্বামী বিরোধী প্রার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে সৌজন্য দেওয়াকে কটাক্ষ করে স্বপন মজুমদার বলেন, 'এরা সামনে সৌজন্য দেখায় আর পেছন থেকে ছুরি মারে। এরা হলো মীরজাফরের দল। বাংলাকে বাঁচাতে হলে এইসব মীরজাফরদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে হবে।'

অবৈধ বালিবোঝাই ট্রাক্টর আটকে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের বেলেখালি গ্রামে অবৈধ বালিবোঝাই বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই দ্বারকেশ্বর নদীর বুক থেকে একশ্রেণির অসাধু বালি মাফিয়ারা দিনের পর দিন বালি চুরি করে বিক্রি করছিল। প্রতিদিন রাত হলেই তাদের এই দৌরাত্ম্য বাড়ে, বেশ কয়েকদিন আগেই বাঁকুড়া জেলাজুড়ে বালি খাদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তারপরেও এই বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়নি বলে দাবি তাঁদের। গ্রামবাসীদের দাবি, মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে চারটি অবৈধ বালিবোঝাই ট্রাক্টর আটক করেন। এর মধ্যে দু'টি ট্রাক্টরের চালক বালি আনলোড করে পালাতে সক্ষম হলেও, বাকি দু'টি ট্রাক্টরকে গ্রামের মাঝে আটকে রাখা হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় জয়পুর থানার পুলিশকে।

জয়পুর থেকে হেঁটে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাতে গোনা আর দুই দিন পরেই তৃণমূলের শহিদ দিবস পালন। সেই উপলক্ষ্য প্রতি বছরের মতো এই বছরও ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ দিবস পালন ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ। তাই শহিদ স্মরণে সাত জন যুবক পায়ে হেঁটে বাঁকুড়ার জয়পুর থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ জয়পুর থেকে যাত্রা শুরু করেন।

আরামবাগ শহরে এসে পৌঁছলে আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি সফিকুল আলমের নেতৃত্বে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। পাশাপাশি পাঁচ জন যুবককে পানীয় জল থেকে শুরু করে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কেন পায়ে হেঁটে তারা জয়পুর থেকে কলকাতা যাচ্ছেন? ১৬০ কিলোমিটার রাস্তা তারা পাড়ি দিচ্ছেন? এই বিষয়ে এক যুবক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে শহিদ স্মরণে পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশ্য জয়পুর থেকে যাত্রা করি। অন্য দিকে, আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি সফিকুল আলম বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদদের তর্পণের জন্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা শোনার জন্য আমরা পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা হয়েছি। আরামবাগ পার্টি অফিসে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **২৩.০৮.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা/যৌথ ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা :** **১. জনাব বাবলু শেখ** **২. মিসেস শেফালি বিবি,** গ্রাম আইলেরুপুরে জামে মসজিদের কাছে, পোস্ট- রঘুনাথগঞ্জ, থানা রঘুনাথ গঞ্জ ,জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫ পশ্চিমবঙ্গ **খ) জঙ্গীপুর শাখা**	দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে ৬ মৌজা- সুজাপুর, জেএল নং ৯৪, আরএস প্লট নং- ৪১৩, এলআর প্লট নং ৪১৩, আরএস খতিয়ান নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং- ৩২৩৯,৩২৪০-এ জমি এবং নির্মাণের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, এলাকা-৮৬৯ বর্গফুট (২.৮৯ ডেসিমেল), শ্রেণীবিভাগ- আবাসিক, টাইটেল ডিড অফ সেল নং-আই ১২০০৫ তারিখ ২৬.১১.২০১৮, এডিএসআর জঙ্গিপুরে **জনাব বাবলু শেখ এবং মিসেস শেফালি বিবির নামে নিবন্ধিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ০৮' প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণ- রহমত সেখ এর সম্পত্তি, পূর্ব- লতিফুল সেখর সম্পত্তি, পশ্চিম- সুখলাল মন্ডল এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা।	**৭,৯৪,৭০২.০০ টাকা** (সাত লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশো দুই টাকা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ৬৬৬০৯৪.০০ টাকা + ১২৮৬০৭.৫৪৬ টাকা) **১৫.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ২০.৩৭ লক্ষ টাকা** (কুড়ি লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২.০৪ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ চার হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB3333134843** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা: বিপুল এন্টারপ্রাইজ,** ফুলতল্লা রঘুনাথগঞ্জ, পোস্ট ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন ৭৪২২২৫ **অংশীদার ১ তথা বন্ধকদাতা:** জনাব আজমাইল সেখ পিতা- প্রয়াত ফাজু সেখ, গ্রাম আইলারপুর, পোস্ট ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২২২৫ **অংশীদার ২ : জনাব আকতার সেখ** পিতা- রসুল মহম্মদ, রোউজাপাড়ায়, পোস্ট-দফরপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন- ৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা:** **১. আজমাইল সেখ** পিতা- প্রয়াত ফাজু সেখ **২. জিয়ারুল সেখ** পিতা-প্রয়াত ফাজু সেখ **৩. রসিদা বিবি** স্বামী- প্রয়াত ফাজু সেখ **খ) জঙ্গীপুর শাখা**	মৌজা-বাসুদেবপুর জেএল নং ০৯৫, আরএস প্লট নং ৬৫৪, এলআর প্লট নং ৯৩৬, হোল্ডিং নং ৪২৬/৩৮৮, ওয়ার্ড নং-২০ জেলা মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর পৌরসভার অধীনে জমি ও নির্মাণের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এরিয়া ৬৫৪ বর্গফুট (১.৫৬ ডেসিমেল)। **মেজিউল সেখ,** পিতা-প্রয়াত ফাজু সেখ, **আজমাইল সেখ** পিতা- প্রয়াত ফাজু সেখ, **জিয়ারুল সেখ** পিতা- প্রয়াত ফাজু সেখ, **রসিদা বিবি** স্বামী- প্রয়াত ফাজু সেখ **-এর নামে সম্পত্তিটি আছে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- রফিজউদ্দিন সেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণ- সেতারউদ্দিন সেখ এর সম্পত্তি, পূর্ব- মোজাবুল সেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিম- ১৫' চওড়া রাস্তা দ্বারা।	**২৮,৪২,৪১৬.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো ষোল টাকা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ২১,৭৩,৬০৬.০০ টাকা + ৬,৬৮,৩৯৯.০০ টাকা) **১৫.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ২৩.৭৯ লক্ষ টাকা** (তেইশ লক্ষ উনাআশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২.৪০ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB3297057194** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স জালালুদ্দীন সেখ, স্বত্বাধিকারী: জালালউদ্দিন সেখ,** পিতা- আব্দুল জলিল সেখ, জুগিন্দা, রথতলা, পোস্ট- বৃন্দাবনপুর, থানা-ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা : জালালউদ্দিন সেখ,** পিতা- আব্দুল জলিল সেখ, গ্রাম - নতুনপাড়া, আজিমগঞ্জ গোলা, পোস্ট ও থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ **খ) কালীগঞ্জ শাখা**	**সম্পত্তি ১:** আজিমগঞ্জ গোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডোমকল নতুনপাড়ায় মৌজা-আজিমগঞ্জ গোলা, জেএল নং- ৩৯, খতিয়ান নং-১২৫৮, প্লট নং এলআর- ৪৩৬, ৪৪৩ পোস্ট এবং থানা ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত জমির জমি ও বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, হেবানামা আই-৫৭১৪ তারিখ- ২৪/০২/২০০৬ এবং আই-৬০৯৬ তারিখ- ১২/০৫/২০০৬, এডিএসআরও ডোমকল, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত **সম্পত্তিটি জনাব জালালুদ্দিন সেখ,** পিতা-জনাব আব্দুল জলিল সেখের **নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মিঠু সেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণ- রাজ্য সড়ক, পূর্ব- মানাওয়ার খানের সম্পত্তি, পশ্চিম- পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা। **সম্পত্তি ২ :** বাণিজ্যিক শেড, চিমনি এবং জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা ঝাউবেড়িয়া (ঝাউবাড়ি) তে, জেএল নং ৭৬, খতিয়ান নং - এলআর ৩, বর্তমান খতিয়ান নং ১৮০৩, প্লট নং এলআর ১০০, জমির পরিমাপ- ৮০.০০ ডেসিমেল, ডোমকল ব্রিক ফিল্ডে, গ্রাম- জুগিন্দা, জুগিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, শ্রেণীবিভাগ - ইট ভাটা, বিক্রয় দলিল নং ৩৩০৭ তারিখ- ১৪/০৯/১৯৯৮ এবং ৬৭৮২ তারিখ- ২৮/২৮/২৮০, এডিএসআরও ডোমকল, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব জালালউদ্দিন সেখের নামে আছে,** পিতা- জনাব আব্দুল জলিল সেখ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ইটের রাস্তা, দক্ষিণ- নিজের এবং অন্যের সম্পত্তি, পূর্ব- অন্যের জমি, পশ্চিম- অন্যের জমি। **সম্পত্তি ৩ :** মৌজা-আজিমগঞ্জ গোলা, জেএল নং ৩৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭১১, প্লট নং এলআর - ৪৩৯, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৩ পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ- ৫.০০ ডেসিমেল এবং তিনতলা ভবন সহ। শ্রেণী- বাড়ি, বিক্রয় দলিল নং ৩৪৫৭ তারিখ -১৯/০৩/২০০৩ এবং ৬৮৪৮ তারিখ- ০৫/০৬/২০১৩, এডিএসআরও ডোমকল, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব জালালুদ্দিন সেখ,** পিতা- জনাব আব্দুল জলিল সেখ **এর নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মিরাজুল সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- ইসমাইলের বাগান, পশ্চিম- পঞ্চায়েত রোড দ্বারা।	**১,৪১,১৮,১৫৮.৯১ টাকা** (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার একশো আটান্ন টাকা একানব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ৯৪,৬১,৪৮৪.০০ টাকা + ৪৬,৫৬,৬৭৪.৯১ টাকা) **১৮.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ তার উপর চার্জ এবং খরচ	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ৬৬.২০ লক্ষ টাকা** (ছেষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৬.৬২ লক্ষ টাকা** (ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা মাত্র **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB987410582891** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৬৭.১০ লক্ষ টাকা** (সাতষট্টি লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৬.৭১ লক্ষ টাকা** (ছয় লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB987410582892** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ৩ :** **ক) ৬৩.১০ লক্ষ টাকা** (তেষট্টি লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৬.৩১ লক্ষ টাকা** (ছয় লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB987410582893** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৪.	**ক) ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স মন্ডল ফার্নিচার এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স, স্বত্বাধিকারী- সুশান্ত মন্ডল,** নিমতলা গ্রীন ফার্মে, কাসিমবাজার, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা :** **স্বত্বাধিকারী: সুশান্ত মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, নিমতলা গ্রীন ফার্মে, কাসিমবাজার, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২ **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা : রেণুপদ মণ্ডল মণ্ডল,** পিতা- প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, নিমতলা গ্রিন ফার্মে, কাসিমবাজার, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০২ **খ) কাসিমবাজার শাখা**	বিল্ডিং সহ ০.১২৫৫ একর পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **শ্রী সুশান্ত মন্ডল এবং শ্রী রেণুপদ মন্ডলের নামে** রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৩৫ তারিখ- ০৪/০১/২০০৫, দলিল নং ২৩৯২ তারিখ- ০৫/০৩/২০০৯ এবং দলিল নং- ২৪২৭ তারিখ- ০৫/০৩/২০০৯ মৌজা নাগপাড়ার অধীনে, হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা-বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০২, জেএল নং. ১০৩, খতিয়ান নং এলআর ৭৭২, ৭৭৩, ১২৪৯, ১২৫০ দাগ নং এলআর ৯৮/২৭৩ আরএস ৯৮/২৭৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সন্ধ্যা দত্তের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- পিডব্লিউডি রোড, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা।	**১,৫২,১১,৪০০.২৮ টাকা** (এক কোটি বাহান্ন লক্ষ এগারো হাজার চারশো টাকা এবং আটাশ পয়সা মাত্র (বিবি + এমওওয়াই = ৯৯,১৪,০৬৪.৫০ টাকা + ৫২,৯৭,৩৩৫.৭৮ টাকা) **১৫.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১৭৫.৪০ লক্ষ টাকা** (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১৭.৫৪ লক্ষ টাকা** (সতের লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30072315550** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৫.	**ক) ঋণগ্রহীতা: পাল সিলভার হাউস, স্বত্বাধিকারী- অমিত কুমার পাল,** বেলডাঙ্গা, বেনিয়াপাড়া, পোস্ট এবং থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৩ **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা: অমিত কুমার পাল,** পিতা- অশোক কুমার পাল, বেলডাঙ্গা, বেনিয়াপাড়া, পোস্ট এবং থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৩ **জামিনদার: অমিত কুমার দাস,** পিতা-বৃন্দাবন চন্দ্র দাস, বেলডাঙ্গা, বেনিয়াপাড়া, পোস্ট এবং থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৩ **খ) বেলডাঙ্গা শাখা**	তথায় বিল্ডিং সহ ০.০৪ একর এলাকা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **অমিত কুমার পালের নামে** ডিড নং-আই ১১৬৪৯ তারিখ- ০৩/১১/২০১৪ খতিয়ান নং এলআর- ২০৯, বর্তমান এলআর - ১০১২৪, দাগ নং - আরএস -১২৯১, এলআর-৪৭১০, লে আউট দাগ নং. -নেই, জেএলনং-৫১, মৌজা- বেলডাঙ্গা, সিভিক বডি - বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- দেব ঋষি ধরের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মিন্টু ভাস্করের সম্পত্তি, পূর্ব- ১০ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা কংক্রিট রাস্তা, পশ্চিম- প্রয়াত ভৈরব দত্তের সম্পত্তি দ্বারা ।	**২৩,৬২,০১৫.১৩ টাকা** (তেইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পনেরো টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ১৫,৩৩,১৬১.৫২ টাকা + ৮,২৮,৮৫৩.৬১ টাকা) **১৫.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ২৪.১০ লক্ষ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২.৪১ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ একচল্লিশ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30109710460** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৬.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজ অংশীদার তথা জামিনদার:** **১. সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস** **২. দিপালী বিশ্বাস,** বাগমোড়, রানি রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, ২৪-পরগনা (উঃ) **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা : দিপালী বিশ্বাস,** বাগমোড়, রাণী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, ২৪-পরগনা (উঃ) **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**	জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **শ্রীমতি দিপালী বিশ্বাসের নামে** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, বিক্রয় দলিল নং ৮৩১ তারিখ ৩১.০১.২০১৩ এবং বিক্রয় দলিল নং ৮৩২ তারিখ ৩১.০১.২০১৩, হোল্ডিং নং ৭১/৫৯/৮০ বাগমোড় রানি রাসমনি ঘাট রোড পোস্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ২ হালিশর পৌরসভার অধীনে, এলাকা ৩.১২৫ কাঠা (মোট এলাকা-৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ২০' চওড়া রানী রাসমনি ঘাট রোড, দক্ষিণ- পৌর ড্রেন, পূর্ব- ১০' প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম- পৌর ড্রেন দ্বারা।	**২,১৭,৯০,৫৬৫.৯৬ টাকা** (দুই কোটি সতেরো লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত পয়ষট্টি টাকা এবং ছিয়নব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ১,৯৪,৪৩,৭৫২.৪৯ টাকা + ২৩,৪৬,৮১৩.৪৭ টাকা) **১৫.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১৪১.৮০ লক্ষ টাকা** (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১৪.১৮ লক্ষ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ আঠার হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30101515060** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৭.	**ক) ঋণগ্রহীতা: সেখ জুইয়াদা আলী,** বেগুনবাড়িতে, মহল্লা বেগুনবাড়ি (উত্তর) মোড়, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ পিন ৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা: নুর মোহাম্মদ** পিতা- প্রয়াত জিন্নাত সেখ, বেগুনবাড়িতে, মহল্লা বেগুনবাড়ি (উত্তর) মোড়, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ পিন ৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার ২: জনাব হাসনুজ্জামান সেখ,** পিতা-সেখ জুইয়াদা আলী, বেগুনবাড়িতে, মহল্লা বেগুনবাড়ি (উত্তর) মোড়, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ পিন ৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **খ) বেলডাঙ্গা শাখা**	মৌজা- কাপাসডাঙ্গা, জেএল নং ৫৬, প্লট নং ১০১৩, খতিয়ান নং ৫১৩৫, গ্রাম বেলডাঙ্গা, পোস্ট ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন, ৭৪২১৩ পশ্চিমবঙ্গ -এ অবস্থিত (টালি শেড সম্পত্তি সহ জমি এবং একতলা আবাসিক বাড়ি বিল্ডিং) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, , জমির পরিমাপ-৪.০০ ডেসিমেল, শ্রেণীবিভাগ- ভিটি, ডিড নং ৬১৩, তারিখ ১৪/০১/২০০৮, এডিএসআরও বেলডাঙ্গা **নূর মহম্মদ সেখ,** পিতা-প্রয়াত জিন্নাত সেখের **নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সিরাজের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব - নূর নবীর সম্পত্তি, পশ্চিম- আক্কাস সেখর সম্পত্তি দ্বারা।	**২৩,৩৭,০৩৫.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ১১,০৭,২১৯.০০ টাকা + ১২,২৯,৮১৫.৮৩ টাকা) **১৫.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১০.৪৪ লক্ষ টাকা** (দশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.০৪ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ চার হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30178400275** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মোদি পদবি মামলায়

রাহুলের আবেদনের সুপ্রিম শুনানি শুক্রবার

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: মোদি পদবি অবমাননার মামলায় জেলের সাজার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির আবেদনের শুনানি আগামী শুক্রবার (২১ জুলাই) হবে সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ এ কথা জানিয়েছে। রাহুলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি মামলার শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিং এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সেই আবেদন মেনে নিয়েছে মঙ্গলবার।

'অপরাধমূলক মানহানি' মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাহুলের দু'বছর জেলের যে সাজা গত ২৩ মার্চ সুরাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দিয়েছিল, তার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাহুলের আবেদন গত ৭ জুলাই খারিজ করে দেয় গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছকের বেঞ্চ। গুজরাত হাইকোর্টের আগে সুরাতের দায়রা আদালতও সাজার রায় বহাল রেখেছিল। সেই সাজার রায়ের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শনিবার রাহুলের আইনজীবী শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনে বলা হয়, 'যদি গুজরাত হাইকোর্টের ৭ জুলাইয়ের রায় স্থগিত না করা হয়, তবে তা বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, স্বাধীন চিন্তাভাবনার কণ্ঠরোধের পরিবেশ তৈরি করবে।'

৪৫ বছর পর তাজমহলের দেওয়াল ছুঁল যমুনার জল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: দিল্লির বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও ফের বেড়েছে (২০৫.৪৮ মিটার) রাজধানী সংলগ্ন যমুনার জলস্তর। এর ফলেই সোমবার নদীর জল ছুঁয়ে ফেলল তাজমহলের দেওয়াল। শেষ বার ১৯৭৮ সালে যমুনার জল ঢুকেছিল তাজমহল চত্বরে। ৪৫ বছর পর ফের ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের দেওয়াল ছুঁয়ে ফেলল যমুনা নদীর জল। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই লালকেল্লার দেওয়াল ছুঁয়েছিল যমুনার জল। কেল্লার আশপাশের এলাকাও বানভাসি হয়েছিল।

গত ২৪ ঘণ্টায় সেই অর্থে বৃষ্টি না হওয়ায় দিল্লির ভৈরোঁ মার্গ-সহ গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ রাখা নিচু বেশ কয়েকটি রাস্তায় শুরু হয়েছে যানবাহন চলাচল। আংশিকভাবে চালু হয়েছে ওয়াজিরাবাদ জল সংশোধনাগার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার পিছু দশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তারপরেও দশেরা ঘাট সংলগ্ন এলাকাও প্লাবিত হয়েছে। ইতিমাদ উদ দৌলার সমাধিস্থলও প্লাবিত। প্রশাসনের আশঙ্কা, রামবাগ, মেহতাব বাগ, জোহরা বাগ, চিনা কা রৌজার মতো স্মৃতিস্তম্ভও জলমগ্ন হতে পারে। আগেই আগ্রা, মথুরার নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। যমুনা নদী তীরবর্তী এলাকার ৫০টি গ্রাম এবং ২০টি শহুরে এলাকা থেকে পাঁচশোরও বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে কৃষিজমি। বন্যার ফলে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে এলাকায়।

এদিকে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। হড়পা বানে নতুন করে হিমাচলে মৃত্যু হয়েছে একজনের। উত্তরাপ্রদেশের ৭৫টির মধ্যে ৩২টি জেলায় হয়েছে অত্যধিক বর্ষণ। যা আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরও বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। ধস নেমে বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত বদ্রিনাথ জাতীয় সড়ক-সহ দেবভূমের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। দেবপ্রয়াগে গঙ্গা বইছে বিপদসীমার উপরে। অলকানন্দা নদীর বাঁধ থেকে বেশি জল ছাড়ায় হরিদ্বারের গঙ্গার জলও পৌঁছেছে বিপদসীমার কাছাকাছি। রাজ্যজুড়ে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ড ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশে আগামী পাঁচদিনে ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তাদের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ফান্ডে কেন্দ্রের ভাগের ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

চন্দ্রযান-৩ নিয়ে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

ইসলামাবাদ, ১৮ জুলাই: গত শুক্রবার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে সফলভাবে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে চন্দ্রযান-৩। বিজ্ঞানীদের অঙ্ক বলছে, ২৩ বা ২৪ অগস্ট উপগ্রহের মাটি ছোঁবে চন্দ্রযান। ভারতের এই সাফল্যে নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার জগতে বিশাল কীর্তি। যদিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও।

সেখানে প্রতিবেশী দেশের প্রাক্তন মন্ত্রীকে দাবি করতে দেখা যাচ্ছে, এত পাঁপড় বেলার প্রয়োজন নেই। চাঁদকে তো পৃথিবী থেকেই দেখা যায়। তাহলে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে সেখানে পৌঁছনোর চেষ্টা করার অর্থ কী। পাকিস্তানের ফাওয়াদ চৌধুরীর এহেন মন্তব্য ঘিরে হাসির রোল নেটপাড়ায়।

এক টিভি অনুষ্ঠানে ভারত ও ইসরোকে চন্দ্রাভিযানের জন্য শুভেচ্ছা জানালেও তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের মতে, এত পাঁপড় বেলার প্রয়োজন নেই। চাঁদকে তো দেখাই যায়। তার অবস্থানও জানা।' অর্থাৎ তাঁর মতে, নতুন করে চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়ে কিছুই জানার নেই।

ফাওয়াদের এমন মন্তব্যে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এদিকে এমনও দাবি উঠেছে, এই ভিডিও এখনকার নয়। ২০১৯ সালে যখন চন্দ্রযান-২ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল তার পরের ভিডিও। যদিও বহু নেটিজেনের বক্তব্য, যে সময়েরই হোক, তাতেও এই উদ্ভট বক্তব্যের অসাড়তা বদলায় না।

প্রয়াত কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডি

বেঙ্গালুরু, ১৮ জুলাই: প্রয়াত হলেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওমেন চান্ডি। মঙ্গলবার ভোররাতে বেঙ্গালুরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৯ বছর। ওমেন চান্ডির ছেলে বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক মহলে। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে টুইট করেছেন কেরলের কংগ্রেস সভাপতি কে. সুধাকরণ। শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে দু-দিন রাষ্ট্রীয় শোক দিবস এবং মঙ্গলবার রাজ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে কেরল সরকার। প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের নানা দলের নেতারাও শোকবার্তা প্রকাশ করেন। বিরোধী বৈঠকের মধ্যেই প্রয়াত কংগ্রেস নেতাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৯ বছর বয়সি ওমেন চান্ডি বেশ কিছুদিন ধরেই ভুগছিলেন। গত কয়েক মাস ধরে বেঙ্গালুরুতে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। এদিন ভোররাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবরটি জানিয়ে চান্ডির ছেলে টুইটারে লিখেছেন, 'আপ্পা চলে গেলেন।' প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন কেরল কংগ্রেস সভাপতি কে. সুধাকরণ।

প্রসঙ্গত, ১৯৭০ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে কেরল বিধানসভায় পদার্পণ করেন ওমেন চান্ডি। তারপর দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেও

কেরলে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় শোক

তৃতীয়বার থেকে টানা ১১ বার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। কেরলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার বিধায়ক হিসাবে রেকর্ড রয়েছে ওমেন চান্ডির। তারপর ২০০৪ সালে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হন ওমেন চান্ডি। যদিও মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেননি, ২০০৬ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে আসীন ছিলেন। এরপর ২০১১ সালে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন চান্ডি। সেবার মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছিলেন। অর্থাৎ ২০১৬ সাল পর্যন্ত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

সুরক্ষার স্বার্থে রাশিয়ায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ আইফোন

মস্কো, ১৮ জুলাই: দেশের সমস্ত কাজে নজরদারি চালাচ্ছে আমেরিকা। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ এনে অ্যাপলের সমস্ত পণ্য নিষিদ্ধ করে দিল রাশিয়া। সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে বহু নাগরিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন আইফোন-সহ অ্যাপলের কোনও গ্যাজেট ব্যবহার না করেন। সরকারি নির্দেশে আরও জানানো হয়েছে, দু'বছরের মধ্যেই অ্যাপলের মতোই প্রযুক্তি তৈরি করা হবে রাশিয়াতেই। তার আগে পর্যন্ত আইফোন ছাড়াই কাজ চালাতে হবে সরকারি আধিকারিকদের।

সোমবার থেকেই নয়া নির্দেশিকা বলবৎ হয়েছে রাশিয়ায়। সেখানকার এক মন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি কাজে আইফোন, আইপ্যাড-সহ অন্যান্য অ্যাপলের গ্যাজেটের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ আমেরিকায় তৈরি এই গ্যাজেটের মাধ্যমে রাশিয়াজুড়ে নজরদারি চালানো হতে পারে। আগামী ২০২৪ সালেই ফের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেই নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরাও অ্যাপলের গ্যাজেট ব্যবহার করতে পারবেন না।

জানা গিয়েছে, রাশিয়া প্রশাসনের অন্দরেই অ্যাপল গ্যাজেট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি উঠেছিল। একাধিক মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আইফোনের গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অবিলম্বে অ্যাপলের বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। মূলত তাঁদের কথা মেনেই নতুন করে নির্দেশ জারি করেছে রাশিয়ার প্রশাসন। ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর থেকেই বেশ কয়েকটি মন্ত্রকের আধিকারিকরা অ্যাপলের গ্যাজেট ব্যবহার করা বন্ধ করেছিলেন। এবার দেশের সমস্ত সরকারি আধিকারিকদের জন্যই নিষিদ্ধ হল আইফোন।

রাশিয়ার গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক আন্দ্রে সলডাটোভ জানিয়েছেন, 'সরকারি কাজের ক্ষেত্রে আইফোন ব্যবহার করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু নানা দপ্তরের আধিকারিকদের খুবই পছন্দ আইফোন। তাই আগের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দিতেন তাঁরা। কিন্তু নয়া নির্দেশিকা মানতে হবে দেশের সকল আধিকারিককেই।'

ফ্রান্সের থেকে ২৬টি রাফালে কেনা নিয়ে চলছে আলোচনা

দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই: ২৬টি রাফালে যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ভারত ও ফ্রান্স। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে দুই দেশের আলোচনা শুরু হবে। নরেন্দ্র মোদির ফ্রান্স সফরের পরে সরকারি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছিল দুই দেশ। কিন্তু সেখানে রাফালে যুদ্ধবিমান কেনার কোনও উল্লেখ ছিল না। তারপরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, ফ্রান্স থেকে ভারত যুদ্ধবিমান কিনবে কি না তা নিয়ে।

কেন্দ্র সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাফালে যুদ্ধবিমান ও স্করপিনস কিনতে খুবই আগ্রহী ভারত। কিন্তু সেই নিয়ে এখনও ফরাসি সংস্থার সঙ্গে ভারতের কোনও আলোচনা হয়নি। চুক্তি সই করার আগে বেশ কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে হবে। তাতেই বেশ কিছুটা সময় নিতে চাইছে। তাই যৌথ বিবৃতিতে বিষয়টির উল্লেখ না থাকা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আগামী ২৫ বছরে কোন দিকে যাবে, তা নিয়েই বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিকল্পনায় রাফালে নেই, সেই জন্যই বিষয়টি রাখা হয়নি বিবৃতির মধ্যে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যুদ্ধবিমানের দাম থেকে শুরু করে কবে এই রাফালে ভারতের হাতে আসবে, সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হবে। ইতিমধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে রাফালে যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরের আগেই এই ছাড়পত্র দিয়ে দেয় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। শোনা গিয়েছিল, ২৬টি রাফাল-এম যুদ্ধবিমানের জন্য ৯০ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হবে ফ্রান্স-ভারতের।

হাসপাতালের ওয়ার্ডে আগুন সরানো হল ৩০ শিশু

জয়পুর, ১৮ জুলাই: রাজস্থানের একটি হাসপাতালে আগুন লাগে সোমবার রাতে। দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে ৩০টি শিশুকে। জে কে লোন হাসপাতালের ঘটনা। সোমবার রাতে হাসপাতালের দু'টি ওয়ার্ডের এসির লাইন থেকে ধোঁয়া বার হতে দেখেন কর্মীরা। ওই ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল শিশুরা। হাসপাতালের সুপার কৈলাশ মিনা বলেন, 'রেসিডেন্ট চিকিৎসক এবং নার্সেরা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করেন সকলকে। ওই ওয়ার্ডে ভর্তি ৩০টি শিশুকে অন্য ওয়ার্ডে পাঠানো হয়।' এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার কৈলাশ। তিনি জানান, হাসপাতালের কর্মীরা নিজেদের চেষ্টাতেই আগুন নিভিয়েছেন। দমকলকে ডাকার প্রয়োজন হয়নি। শিশুদের ওই বিভাগ সদ্যই তৈরি করা হয়েছে। কী ভাবে সেখানে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি তৈরি করা হবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে আমি মধুব্রত ভট্টাচার্য, স্বামী সুবীর রায় চৌধুরী, বয়স ৪৩ বছর, সাকিন ১০৫২, মহাত্মা গান্ধি রোড, পো. এবং থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৮২ বিবাহের পর আমার নাম পরিবর্তন করে মধুব্রত রায় চৌধুরী হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি মধুব্রত ভট্টাচার্য এবং মধুব্রত রায় চৌধুরী একই ব্যক্তি কিন্তু মধুব্রত ভট্টাচার্য হিসেবে ভবিষ্যতের যেকোনও মূল নথিতে আমার নাম গণ্য করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নোটারি, আর কে দত্ত, কলকাতা - ৭০০০০১ সমীপে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে হলফনামা দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩
স্থান : কলকাতা

For Sale/eAuction: Water Damaged Water Pump Components - 76 Nos. lying at Flowmore Ltd. Near Adani water plant, Samdanala, Bandargah Road, Jamuni Fatak, Sahibganj (Jharkhand) - 816115 Contact Person for inspection: Mr. Sakib Rehman - 9386767590 **Last Date For Inspection & EMD Deposit – 27.07.2023 & Date of E-auction- 28.07.2023 (3 PM),** Auctioneer: Meenakshi- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And 'No Complaint' Basis).
For More Details:
www.Salvagemanagers.Com
Support@Salvagemanagers.Com

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৩, তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন শাখায় ট্র্যাক নবীকরণ কাজ সম্পর্কিত বন্ডের ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৭১,৮৭,৩১৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,৩৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য, **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in**ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
HWH-164/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট লেভেল এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি তার ই.সি. সনাক্তকরন নং - ই.সি.২৩ বি০৩৮ডব্লিউ.বি.১৮৩৯৪৭, ফাইল নং - ই.এন/টি-II-১/০০৩/২০২২, ই.সি প্রকাশের তারিখ ০৭/০৭/২০২৩ দ্বারা আবাসন নির্মান প্রকল্প এর পরিবেশগত ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছেন। এলাকাটি মেসার্স উষা প্রজেক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড এর প্রেমিসেস নং - ১৬০, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (দক্ষিণ), আর. এস. দাগ নং - ৩১৪, খতিয়ান নং - ১৪৫, মৌজা - শিবপুর, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং - ৩৬ এর অন্তর্গত, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।
(প্রস্তাবনা নং - এস.আই.এ/ডাব্লিউ.বি/এম.আই.এস/২৫০৯৭৬/২০২২, তাং - ১১/০১/২০২২)
উক্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বা এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ান্সের প্রতিলিপি কলকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের কলকাতা অফিস ও এম.ও.ই.এফ.সি.সি/এস.ই.আই.এ.এ-র ওয়েব সাইটে দেখা যাবে।
মেসার্স উষা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
শেক্সপিয়ার কোর্ট, ২১এ, শেক্সপিয়ার সরণী, ষষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-21 & 22 of 2023-2024 Dated: 17.07.2023
Executive Engineer, ADDA, Asansol invites Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd./- **E.E., ADDA, Asansol**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
WB-HMC/NIT/ED/08/EE-II/23-24 তারিখ : ১৭.০৭.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), **এইচএমসি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকা অধীন বিভিন্ন সড়ক মেরামতির** জন্য নির্ধারিত ফর্মে প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার যাদের সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে **EE-II/https://wbtenders.gov.in** থেকে। **ডাক দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ ০১.০৮.২০২৩ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।
৯৩(৩)/২৩-২৪
১৮.০৭.২০২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে শোভাবাজার-সুতানুটি স্টেশন পর্যন্ত এয়ার ভেন্টিলেশন, এয়ার ওয়াশারি, মিড পয়েন্ট শ্যাফ্ট, টিএসএস/আরএসএস বিল্ডিং, ওএইচ ট্যাঙ্ক ইত্যাদির সামগ্রিক সংস্কার। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩৬,৭২,৮১৪.০৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৮,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৮.২০২৩ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। সংযোজনী/সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যাবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪০৫-২০২২ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the Kolaghat Panchayat Samity
Kolaghat: Purba Medinipur.
NOTICE INVITING e-TENDER
The Executive Officer, Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e-tenders for execution of 05 nos. scheme under 15th FC Fund vide this office No. 523 Dated. 17/07/2023. **http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details for tender nos. **2023_ZPHD_547980_1** to 2023_ZPHD_547980_5. Last date of bid submission: 25/07/2023 at 17.30 hours. Opening date of technical bid: 31/07/2023 at 11.30 hours.
Sd/- EO,
Kolaghat Panchayat Samity,
Purba Medinipur.

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.Q. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/Development Fund/N.I.Q.-10(2nd Call)/2022-23
Memo No. 942/BM/2023-24 Dated 18.07.2023
Name of the Work : (i) 8534 numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Household Bins of 10 Liter capacity.
(ii) WBMAD/ULB/BM/PW/Development Fund/N.I.Q.- 01(2nd Call)/2023-24
Memo No.- 943/BM/2023-24 Dated 18.07.2023
Name of the Work : (i) Supply of best quality (I) G.I. Clamp for Tube Light (9300 Pcs) (ii) G.I. Pipe for Tube Light "1 Inch Dia" (2325 Pcs)
(iii) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance/Scheme/NIT-07/2023-24
Memo No.- 944/BM/2023-2024 Dated 18.07.2023
Name of the Work : (i) 4 Nos. of Civil Work Ward No. 15, 5, 9 & 8 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 04.08.2023. For details see Bolpur Municipality Notice Board & website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী শিব প্রসাদ কোঙার পিতা- ৺লক্ষণ চন্দ্র কোঙার, সাকিম-বড়নীলপুর, শক্তিপাড়া, পো-শ্রীপল্লী, থানা-বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমানের স্থানীয় বাসিন্দা হইতেছেন। তিনি তাঁর অরিজিন্যাল চেন দলিলটি হারিয়েছেন যাহার নম্বর ৫৯১১/২০০৬, যাহা এ.ডি.এস.আর বর্ধমান অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত এবং নিম্নের তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত এবং উক্ত অরিজিন্যাল দলিল তাঁর পিতার নিকট ছিল যিনি বর্তমানে মৃত। এই সংক্রান্তে বর্ধমান সদর থানায় ৩০/০৬/২০২৩ তারিখে ৩১৪০ নম্বর জি.ডি. নথি ভুক্ত হইয়াছে। আমার মক্কেলের পিতা গত ইংরাজী ০২/০৫/২০২০ তারিখে পরলোক গমন করায় আমার মক্কেল অপরাপর শরিকগনের সহিত হিন্দু উত্তরাধিক আইনানুসারে তপশীল ভুক্ত সম্পত্তির কিছু অংশের মালিক ও দখলিকার হয়েন আমার মক্কেল সকল শরীকগনের সহিত ও অন্যান্য মালিকগনের সহিত নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে চাহেন যাহা উপরোক্ত চেন দলিল ৫৯১১/২০০৬ সংক্রান্ত যদি উক্ত- অরিজিন্যাল চেন দলিলটি কোন ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী সংস্থায় মর্টগেজ থাকে বা যদি কাহারো এই সংক্রান্তে কোনো দাবী দাওয়া বা অভিযোগ থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা অত্র পাবলিকেশনের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নের স্বাক্ষর কারীর সহিত যথোপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে কোনো দাবী দাওয়া বা অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে।

তপশীল
জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা-বর্ধমান, বর্ধমান পৌরসভার অন্তর্গত মৌজা বালিডাঙ্গা, জে.এল.নং-৩৫ এল. আর. দাগনং-৩২৮৬, আর.এস. খতিয়ান-৫৬৩, এল.আর.খতিয়ান- ১১২৫১, ১১২৫২ ও ৪৮৭৮, রকম- বাস্ত পরিমান ৩.৯ শতক --১৭২০--বর্গফুট (কমবেশী) তদুপরিস্থ গৃহাদি যাহা বর্ধমান পৌরসভার ১২নং ওয়ার্ড ভুক্ত, হোলডিং নম্বর-৫১/১
যোগাযোগকারী ব্যক্তি
অঙ্কুর চ্যাটার্জী
(এ্যাডভোকেট)
মো- ৮৯২৭৩৭০২১১

NOTICE
In the 3rd court of the Civil Judge Jr. Division Midnapore
T.S No.- 66/10
Jamshed Ali Shah and others V/S Saiadul Shah and others
This is for the information of all concerned that Jamshed Ali, S/O Hapijuddin Shah, Jainuddin Shah, S/O Late Aamir Shah, Kamirjan Shah, S/ O Moijuddin Shah, All resident of Vill. - Hatmalida, P.O. - Guruganj, P.S. - Pingla, Dist. - Paschim Medinipur had filled a **T.S. being No. 66/2010** before the Ld. 3rd Court of Civil Judge (Jr. Div.), Midnapur for declaration and permanent injunction against Saiaddul Shah, S/o Late Abad Shah, Sk. Paniruddin, Sk. Mohammad, Both S/o Late Sk. Mohosin, All of Vill. - Hatmalida, P.O. Guruganj, P.S. - Pingla, Dist. - Paschim Medinipur. The parties have entered into a solenama by which Defendant No.1 has admitted to Gift 09 dec. of land in the suit plot in favour of the Villagers. The next date of hearing of the case has been fixed on 31.07.2023
If anybody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.
SCHEDULE
Within Dist. - Paschim Medinipur, P.S. – Pingla, Mouza - Hatmalida, J.L. No. - 06, R.S. Khatian No. - 2/2, R.S. Plot No. - 702, Corresponding to L.R. Plot No. - 795, Measuring - 33 Dec. Kabarsthan - for the use of " Musalman Sarbosadharan"
By order
Arun Kumar Chandra
Sheristadar,
3rd Court of Civil Judge (Jr. Divn),
Midnapore, Paschim Medinipur

NOTICE
In the Court of Learned District Delegate at Chinsurah, Hooghly.
Act XXXIX Case No.66 of 2013
Sri Rahul Roy, son of Late Bhibuti Bhusan Roy, Permanent resident of:- Narkel Bagan, Khagrajole, P.O. & P.S. Chinsurah, District Hooghly, West Bengal, Pin-712101. ………….. **Petitioner.**
এতদ্বারা সবর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারী তাহার পিতার নিম্ন তপশীল বর্ণিত ডেবটস্ এ্যান্ড সিকিউরিটিস এর সাকসেশন সার্টিফিকেটের নিমিত্ত উপরোক্ত আদালতে অত্র **Letter of Administration** মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যদি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার উক্ত Letter of Administration এর বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা এ্যাডভোকেট বাবুর মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া অত্র দরখাস্তের বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অত্র Letter of Administration দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইবে।
SCHEDULE
(Debts and Securities left by Bhibuti Bhusan Roy and Sudha Rani Roy)

No.	Particulars	Amount
(1)	Amount lying in SAVINGS BANK A/C No 0119001 1499 with State Bank of India, Chinsurah Branch, in the joint names of Mr. Bhibuti Bhusan Roy and Ms Sudha Rani Roy up to 31/12/2012.	Rs. 2924.79
(2)	Articles lying in Bank Locker No 478 of State Bank of India, Chinsurah Branch, in the joint names, of Mr. Bhibuti Bhusan Roy and Ms Sudha Rani Roy. (As ascertained during inventory commission through Learned Court.)	Rs. 14,000/-
(3)	Amount lying in SAVINGS BANK A/C No 20227 with Indian Overseas Bank, Chinsurah Branch, in the joint names of Mr. Bhibuti Bhusan Roy up to 08/02/2013.	Rs. 937.55
(4)	Amount lying in SAVINGS BANK A\C No 1527 with Indian Overseas Bank, Chinsurah Branch, in the joint names of Mr. Bhibuti Bhusan Roy and Ms Sudha Rani Roy up to 24/03/2013.	Rs. 17,431.71
(5)	Amount lying in SAVINGS BANK A\C No.49019584-9 with Indian Bank, Chinsurah Branch, in the joint names of Mr. Bhibuti Bhusan Roy and Ms Sudha Rani Roy up to 28/03/2013.	Rs. 1,684.00
	Total: (Rs.Thirty six thousand nine hundred and seventy eight and fifty five paisa only)	Rs. 36,978.55

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Dipankar Mallick
এ্যাডভোকেট
অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

‘বন্ধু নেই আমার, আজকাল মনের কথা বলতে ভয় লাগে’, দলে ডাক না পেয়ে অভিমানী পৃথ্বী

নিজস্ব প্রতিনিধি: একসময়ে তাঁকে বলা হত, দারুণ প্রতিশ্রুতিমান। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে পৃথ্বী শ নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। কোনও ফরম্যাটেই নিয়মিত হতে পারেননি তিনি।

নর্দাম্পটনশায়ারে সই করেছেন পৃথ্বী। কাউন্টি খেলবেন এই ক্লাবের হয়ে। পৃথ্বী শ মনে করেন, কাউন্টি খেলে বদলাবে তাঁর ভাগ্য। কিন্তু ফিটনেস টেস্টে পাশ করে, ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করেও জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল না কেন, সেটাই বোধগম্য হয়নি পৃথ্বীর।

ক্রিকেট সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পৃথ্বী শ বলেছেন, দআমাকে দলে থেকে বাদ দেওয়া হল। কিন্তু কেন বাদ দেওয়া হল, তার কারণ জানতে পারলাম না। কেউ বললেন, ফিটনেসের কারণে বাদ পড়তে পারি। এনসিএ-তে গিয়ে সব পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। রান করেছি। এর পরেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ডাক পাইনি। আমি হতাশ হয়েছি ঠিকই তবে এগিয়ে চলাই জীবন।দ

দিল্লি ক্যাপিটালসের তারকা ওপেনারের কোনও বন্ধু নেই বাস্তব জীবনে।

পৃথ্বী শ বলছেন, ‘আমি এখন নিজের মতো থাকতে চাই। আমার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। আমার বন্ধু নেই। বন্ধুত্ব করতেও চাই না। কারওর সঙ্গে চিন্তাভাবনা শেয়ার করতেও আজকাল ভয় লাগে। কারণ সেটা চলে আসবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আমার বন্ধু খুব অল্পই। কিন্তু তদের সঙ্গেও আমি চিন্তাভাবনা শেয়ার করি না। মনের কথা খুলে বলি না।’

র‍্যাকেট ভাঙায় জরিমানা জোকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: একে তো উইম্বলডনের ফাইনালে কার্লোস আলকারাজের কাছে হার, এর মধ্যেই আরও একটা দুঃসংবাদ পেলেন নোভাক জোকোভিচ। ফাইনালে মেজাজ হারিয়ে র‍্যাকেট ভাঙায় ৮ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে সার্বিয়ান এই তারকাকে।

গত রোববার উইম্বলডনের ফাইনালে স্পেনের কার্লোস আলকারাজের কাছে ১-৬, ৭-৬ (৮-৬), ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হেরে যান জোকোভিচ। ওই ফাইনালেরই পঞ্চম সেটে সার্ভিস পয়েন্ট হারানোর পর মেজাজ হারিয়ে নেটে র‍্যা কেট ছুড়ে মারেন ৩৬ বছর বয়সী সার্বিয়ান তারকা।

এ ঘটনার আগেই সময় নষ্ট করার জন্য একবার তাঁকে সতর্ক করেন আম্পায়ার টিম মার্ফি। এরপর র‍্যাসকেট ভাঙায় সঙ্গে সঙ্গেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় রেকর্ড ২৩টি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা জোকোভিচকে। ম্যাচ শেষে তাঁকে এমন আচরণের জন্য জরিমানা করা হয় ৮ হাজার ডলার।

উইম্বলডনে রানারআপ হয়ে জোকোভিচ প্রাইজমানি পেয়েছেন ১১ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড।

উইম্বলডনের আগে এই বছরের অন্য দুটি গ্র্যান্ড স্লামই (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেন) জিতেছেন জোকোভিচ। ২০ বছর বয়সী আলকারাজের এটি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় একক গ্র্যান্ড স্লাম। এর আগে তিনি গত বছর ইউএস ওপেন জিতেছেন।

কামিন্সের নেতৃত্ব খুব সেকেলে, অ্যাশেজে একটি টেস্ট হারতেই অসি অধিনায়কের সমালোচনায় পন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাশেজে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড। সেই লড়াইয়ে উঠে আসছে দুই দলের অধিনায়কের যুদ্ধ। প্যাট কামিন্স এবং বেন স্টোকসের মধ্যে ইংরেজ অধিনায়ককেই এগিয়ে রাখছেন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের মতে কামিন্সের নেতৃত্ব খুবই সেকেলে।

অ্যাশেজে দুই অধিনায়কের এক একটি সিদ্ধান্ত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই স্টোকস ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলেন। যা অবাক করে দিয়েছিল অনেককেই। হেডিংলেতে স্পিনার টড মারফিকে প্রায় ব্যবহারই করেননি কামিন্স। সেটাও চমকে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত। আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিং বলেন, তএই সিরিজটায় লড়াই হচ্ছে দুই ধরনের ক্রিকেট বুদ্ধির। দুই দলের নেতৃত্বের ধরন একদম বিপরীত মেরুর। কামিন্স টেস্টে খুবই সেকেলে অধিনায়ক। ফিল্ডিং সাজানো হোক বা কোনও ধরনের পরিকল্পনা, সবই একটু পুরনো ধরনের। আর কামিন্স সেটা করে খুশিও। স্টোকস কিন্তু একেবারে অন্য রকম। ও প্রতি বলে কিছু একটা করতে চায়।দ

টিম পেন অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব ছাড়ার পর দায়িত্ব আসে কামিন্সের কাঁধে। সমালোচনা করার পাশাপাশি পন্টিং সেই দিকটিও তুলে ধরেন। বলেন, কামিন্স অধিনায়ক হিসাবে বেশ নতুন। এটা ভুললে চলবে না যে, মাত্র দু’বছর আগে ও অধিনায়ক হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি ও শিখছে। কামিন্সের নেতৃত্ব নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলব না। অস্ট্রেলিয়া যে ২-১ এগিয়ে রয়েছে, সেটাই প্রমাণ করে যে ও ভাল কাজ করছে। আমি মনে করি কী ভাবে কামিন্স কাজ করছে না দেখে, ফলাফল দেখা উচিত।

বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট। প্রথম দু’টি টেস্ট জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় টেস্ট জিতে অ্যাশেজে এখনও লড়াইয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড।

‘এমএলএস থেকে সৌদি লিগ অনেক ভাল’, মায়ামিতে মেসি যাওয়ার পরে কটাক্ষ রোনাল্ডোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোপ ছেড়ে দুই মহাদেশে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিও মেসি।

রোনাল্ডো চলে এসেছেন সৌদি আরবে। মেসি ফ্রান্স ছেড়ে মায়ামিতে। দুই তারকার মধ্যে এখন আর ফুটবল মাঠে দেখা হয় না। কিন্তু অদৃশ্য এক লড়াই রয়েছে মেসি ও রোনাল্ডোর মধ্যে। লিসবনের একটি ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ তারকা বলেছেন, দফুটবলের গুণগত মান হারিয়েছে ইউরোপ। প্রিমিয়ার লিগ এখনও সেরা। স্প্যানিশ লিগ তার গুরুত্ব হারিয়েছে। পর্তুগিজ লিগ মোটেও সেরা নয়। জার্মান লিগও কোয়ালিটি হারিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? সৌদি চ্যাম্পিয়নশিপ মার্কিন লিগ থেকে অনেক ভাল।দ

সিআর সেভেন কি আর ইউরোপে ফিরবেন? রোনাল্ডো নিজেই আর সেই আশা করেন না। তিনি বলছেন, দইউরোপে প্রত্যাবর্তন আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমার বয়স এখনই প্রায় সাড়ে আটত্রিশ। এই বয়সে ইউরোপে খেলা সম্ভব নয়।দ

সৌদি আরবে রোনাল্ডো আসার পর থেকেই বিশ্বসেরা ফুটবলারদের ঢল নেমেছে। করিম বেনজিমা, এনগলো কন্তে, রবার্তো ফিরমিনো, ব্রোজোভিচদের খেলতে দেখা যাবে সৌদি প্রিমিয়ার লিগে। রোনাল্ডো বলেন, একবছরে সেরা সেরা সব ফুটবলার সৌদি প্রিমিয়ার লিগে খেলতে আসবে। একবছরের মধ্যে সৌদি লিগ তুরস্ক লিগ এবং ডাচ লিগকে ছাপিয়ে যাবে।

সিআর সেভেন কি আর ইউরোপে ফিরবেন? রোনাল্ডো নিজেই আর সেই আশা করেন না। তিনি বলছেন, দইউরোপে প্রত্যাবর্তন আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমার বয়স এখনই প্রায় সাড়ে আটত্রিশ। এই বয়সে ইউরোপে খেলা সম্ভব নয়।দ

সৌদি আরবে রোনাল্ডো আসার পর থেকেই বিশ্বসেরা ফুটবলারদের ঢল নেমেছে। করিম বেনজিমা, এনগলো কন্তে, রবার্তো ফিরমিনো, ব্রোজোভিচদের খেলতে দেখা যাবে সৌদি প্রিমিয়ার লিগে। রোনাল্ডো বলেন, দএকবছরে সেরা সেরা সব ফুটবলার সৌদি প্রিমিয়ার লিগে খেলতে আসবে। একবছরের মধ্যে সৌদি লিগ তুরস্ক লিগ এবং ডাচ লিগকে ছাপিয়ে যাবে।

১০ নম্বরকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ ওভার ব্যাটিং, দ্বিশতরান পাকিস্তানের সাউদ শাকিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সাউদ শাকিলের ২০০ রান। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে একের পর এক সঙ্গী হারাচ্ছিলেন। কিন্তু নবম উইকেটের জুটিতে নাসিম শাহকে সঙ্গী করেই ২০০ রানের গণ্ডির কাছে পৌঁছে গেলেন শাকিল। বাঁহাতি ব্যাটার যখন রান করছেন, নাসিম তখন ক্রিজে টিকে থাকার লড়াই করছেন। রান করা নয়, নাসিমের কাজ ছিল তখন শুধু আউট না হওয়া।

সোমবার খেলা শেষে শাকিল অপরাজিত ছিলেন ৬৯ রানে। পাকিস্তানের তখন ২২১ রানে পাঁচ উইকেট। তৃতীয় দিনে এক সময় ৩৪৬ রানে আট উইকেট হারায় পাকিস্তান। তখনও ২০০ রান থেকে অনেক দূরে ছিলেন শাকিল। তিনি যে দ্বিশতরান করতে পারবেন তা ভাবাই যায়নি। কিন্তু নাসিম ৭৮ বল টিকে রইলেন ক্রিজে। ৪০.২ ওভার ব্যাট করলেন। শাকিল এবং নাসিম মিলে জুটিতে ৯৪ রান তুলল। এর মধ্যে মাত্র ছ’রান করেছেন নাসিম। যদিও শাকিল যখন ২০০ রানের গণ্ডি পার করলেন, তখন নাসিম আউট হয়ে গিয়েছেন। তবে ২০০ রানের জন্য নাসিমের ধন্যবাদ প্রাপ্য শাকিলের কাছে।

শাকিল যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, তখন পাকিস্তানের স্কোর ছিল ৬৭ রানে তিন উইকেট। সেখান থেকে প্রথমে বাবর আজমকে নিয়ে প্রথম জুটি গড়েছিলেন। এর পর একে একে সরফরাজ আহমেদ, আঘা সলমন, নোমান আলি, শাহিন আফ্রিদি, নাসিম শাহ এবং আবরার আহমেদের সঙ্গে জুটি গড়েন শাকিল। এর মধ্যে বড় রান পেয়েছেন একমাত্র সলমন। তিনি ৮৩ রান করেন। কিন্তু সলমনের থেকেও বেশি কৃতিত্ব দিতে হবে নাসিমকে। তিনি বোলার হয়েও যে ভাবে ব্যাট হতে ক্রিজে টিকে রইলেন, তা প্রশংসার যোগ্য।

সেলফি তুলতে রাস্তায় বেরসিক দর্শক, হুড়মুড়িয়ে পড়লেন ২০ সাইক্লিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাইক্লিংয়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা ট্যুর ডি ফ্রান্স সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা সবারই থাকার কথা। প্রতিবছর জুলাই মাসে তিন সপ্তাহ ধরে চলে বিখ্যাত এই প্রতিযোগিতা। সমতলে পিচঢালা সড়ক থেকে পর্বতের আঁকাবাঁকা পথ;সব ধরনের চ্যালেঞ্জ জয় করতে হয় প্রতিযোগীদের।

এ বছর চলছে ট্যুর ডি ফ্রান্সের ১১০তম আসর। ১ জুলাই স্পেনের বিলবাও থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা শেষ হবে ২৩ জুলাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের চাম্পস, এলিসি রোডে। ২১ ধাপের এই লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ১৫ ধাপ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এবারের ট্যুর ডি ফ্রান্স আলোচনায় এসেছে বিচিত্র এক ঘটনায়। ১৫তম ধাপ চলার সময় রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেশ কিছু দর্শক। তাদের মধ্যে একজন সেলফি তুলতে আচমকা রাস্তায় ঢুকে পড়েন। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই দর্শকের হাতের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে যুক্তরাষ্ট্রের সাইক্লিস্ট সেপ কুসের। পেছনে থাকা সাইক্লিস্টরা ব্রেক কষলে ঘটে আরও বড় দুর্ঘটনা।

সাইকেলে, সাইকেলে সংঘর্ষের পর হুড়মুড়িয়ে পড়েন অন্তত ২০ সাইক্লিস্ট। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেদারল্যান্ডসের ভাউট পোয়েলস, বেলজিয়ামের নাথান ফন হোইডঙ্ক, কলম্বিয়ার ইগান বেরনাল, কোস্টারিকার আন্দ্রেই আমাদোর, স্লোভেনিয়ার তাদেই পোগাকার, ডেনমার্কের আন্থোন চারমিগ ও ইয়োনাস ভাইনগার্ড, অস্ট্রিয়ার মাইকেল গোগলসহ আরও ১৪ জন। সেপ কুস হাতে সামান্য আঘাত পেলেও নাথান ফন হোইডঙ্ক ও ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়ন ইগান বেরনালের চোট বেশ গুরুতর ছিল।

১৫তম ধাপটি ছিল লে গেটস থেকে সেন্ট গেরভা লে বাঁস পর্যন্ত। ১৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রাপথে ৪৫২৭ মিটার উঁচুতে অবস্থিত স্থান পাড়ি দিতে হয়। সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু সাইক্লিস্টরা ১২৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার সময় এক দর্শক সেলফি তুলতে চলাচলের রাস্তায় হাত বাড়ান। তিনি সেপ কুসকে থামাতে সাইকেলের হাতলবার ধরে টান দিলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর কুসসহ আহত সব সাইক্লিস্ট প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই ১৫তম ধাপ শেষ করেছেন। এই ধাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ডাচ সাইক্লিস্ট ভাউট পোয়েলস।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে ট্যুর ডি ফ্রান্সের ধারাভাষ্যকার ড্যান লয়েড বলেছেন, ‘কেউ একজন ছবি তুলতে রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। এ সময় চালকেরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতেই এমন পরিণতি।’ আরেক ধারাভাষ্যকার কার্লটন কিরবি ইউরোস্পোর্টকে বলেছেন, ‘হঠাৎ এক ব্যক্তি তার বাহু দিয়ে চালকের কাঁধ আঁকড়ে ধরে। এরপর যেন সবাই ভূপাতিত হলো।’

দর্শক যখন সেলফি তোলার জন্য রাস্তার দিকে হাত পড়েন, তখন সাইক্লিস্টরা জটলার মধ্যে ছিলেন। এ কারণেই কেউ বুঝতে পারেননি বলে দাবি আহত কুসের, ‘ওই জায়গা থেকে রাস্তাটা সরু হয়ে আসছিল এবং এক দর্শক রাস্তাতেই ছিল। মনে হয়েছে সে আমার সাইকেলের হাতলবার ধরে আটকানোর চেষ্টা করেছিল। কাজটা সে ভালো করেনি। সৌভাগ্যবশত আমি ভালো আছি। আশা করি বাকিরাও ঠিক আছে।’

দর্শকের এমন কাণ্ড নিয়ে কথা বলেছেন ট্যুর ডি ফ্রান্সের পরিচালক ক্রিস্টিয়ান প্রুডহোম।

তিনি দর্শকদের কাছ থেকে আরও দায়িত্বশীল আচরণ আশা করেছেন, ‘আমাদের চাওয়া যাঁরা এখানে আসেন, তাঁরা যেন আরও সচেতন হন। মনে রাখা উচিত, তাঁরা এখানে চ্যাম্পিয়নদের দেখতে এসেছেন, টেলিভিশনে নিজেদের দেখাতে নয়।’

দলবদলের গুঞ্জন মাথায় নিয়েই পিএসজির অনুশীলনে ফিরলেন এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিলিয়ান এমবাপ্পের ভবিষ্যৎ কী? এ মৌসুমেই কি তিনি রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখাবেন, নাকি আগামী মৌসুমে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে কোথাও যাবেন;ফুটবল,বিশ্বে এমন সব প্রশ্ন ঘুরছে।

লিওনেল মেসি পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার কয়েক দিন পরই এমবাপ্পে একটি সিদ্ধান্তে আসেন। পিএসজিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, আগামী মৌসুমের পর তিনি আর প্যারিসের ক্লাবটিতে থাকতে চান না। এরপরই তাঁকে বিক্রি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে পিএসজি।

কারণ, আগামী মৌসুমে মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে গেলে যে আর ট্রান্সফার ফি পাবে না তারা।

অন্যদিকে এমবাপ্পে চান চুক্তির মেয়াদ শেষ করেই পিএসজি ছাড়তে। না হলে যে বিশাল অঙ্কের ‘আনুগত্য’ বোনাস পাবেন না তিনি!

এমবাপ্পের এমন আচরণে একটু যেন বিরক্তই পিএসজি। কিন্তু সেসবে ফরাসি স্ট্রাইকারের কিছু যায়-আসে বলে মনে হচ্ছে না। পরিস্থিতি যখন এমন, ছুটি শেষ করে পিএসজিতে ফিরেছেন এমবাপ্পে। গতকাল প্যারিসের ক্লাবটিতে ফিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে আগামী মৌসুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কাজেও নেমে পড়েছেন

পুরোদমে জিমও শুরু করে দিয়েছেন। জিমে ঢোকার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নেইমারের। ব্রাজিলিয়ান তারকাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন তিনি। এরপর দুজনে কিছু সময় কথা বলে যাঁর যাঁর কাজে চলে যান।

সাক্ষীদের ভবিষ্যৎ বিশ বাঁও জলে, ফের পিছিয়ে গেল কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন নিয়ে সেই ‘নাটক’ চলছেই। চলছে টালবাহানা। হচ্ছে ডামাডোল। ফলে বিলম্বিত হচ্ছে কুস্তি ফেডারেশনের বহু কাঙ্খিত নির্বাচন।

ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগিররা। এনিয়ে উত্তাল হয় গোটা দেশ। কুস্তির দায়িত্বে এখন অ্যাড হক কমিটি। সেই অ্যাড হক কমিটি প্রথমে স্থির করেছিল ৬ জুলাই হবে কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন। পরে তা পিছিয়ে ১১ জুলাই করা হয়। গুয়াহাটি হাই কোর্টের নির্দেশে তা পিছিয়ে গিয়েছিল আগেই। সোমবার ওই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। আগামী ২৮ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে গুয়াহাটি হাই কোর্ট। ফলে ওই দিন পর্যন্ত নির্বাচন হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই।

উল্লেখ্য, জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার নেই দেশের অন্তত পাঁচটি রাজ্য কুস্তি সংস্থার। আর সেই প্রেক্ষিতেই গুয়াহাটি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অসম কুস্তি অ্যাসোসিয়েশন। অসম সংস্থার দাবি, যত দিন না তারা জাতীয় কুস্তিতে সদস্য সংস্থা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হোক। সেই দাবি মেনে নিয়েছে গুয়াহাটি হাই কোর্ট। ফলে পরিস্থিতি এখন যা তাতে ২৮ জুলাই পর্যন্ত নির্বাচন হচ্ছে না জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**